POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ
فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ
وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا

সে বলিল,‘ ইহা আমার প্রতিপালকের তরফ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ। অতঃপর, যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসিবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন। এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য।

(সূরা কাহফ:৯৯)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 47

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 23 Nov, 2023 8 জামাদিউল আওয়াল 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

পথের অধিকার

২৪৬৫) হযরত আবু সাঈদ (রা.) নবী (সা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: দেখো রাস্তায় যেন না বসো। সাহাবাগণ বলেন, আমাদের তো তা ছাড়া কোন উপায় নেই, সেটাই তো আমাদের বসায় জায়গা, যেখানে আমরা বসে কথাবার্তা বলি। আঁ হযরত (সা.) বললেন: রাস্তাতেই যদি বৈঠক করতে হয় তবে পথের অধিকার দিবে। তাঁরা প্রশ্ন করেন, পথের অধিকার কি? আঁ হযরত (সা.) বললেন: দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তুকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া, সৎ কাজের উপদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা।

পিপাসার্ত পশুকে পানি পান করানো পুণ্যলাভ

২৪৬৬) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন: একবার এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে ভীষণ পিপাসার্ত হয়ে পড়ে। সে একটি কুঁয়ো দেখতে পায়। সেখানে নেমে সে পানি পান করে। বাইরে বেরিয়েই সে দেখে, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে আর প্রচণ্ড তেষ্টার কারণ কাদা চেটে খাচ্ছে। সেই ব্যক্তি উপলব্ধি করল, কুকুরটিও তার মত পিপাসায় কষ্ট পাচ্ছে। তাই সে কুঁয়োর মধ্যে নেমে নিজের মোজায় পানি ভরে কুকুরটিকে পান করাল। আল্লাহ তা'লা তার এই পুণ্য কর্মটি এত পছন্দ করলেন যে, তার সমস্ত পাপ উপেক্ষা করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবাগণ বললেন: হে রসুলুল্লাহ! আমরা কি সেই সব অবলা জীবজন্তুদের কারণেও পুণ্য অর্জন করব? আঁ হযরত (সা.) বললেন: প্রত্যেক সতেজ কলিজা (জীব) এর কারণে পুণ্য লাভ হবে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাযালিম)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৬ই অক্টোবর ২০২৩
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত
জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ

খোদার সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এমন এক বস্তু যা ঈমানের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এটি ভিন্ন ঈমান পূর্ণতা ও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় না।

সম্পদের কোন বিশেষত্ব নেই, যা কিছু আল্লাহ্ তা'লা কাউকে দান করেছেন তা সে আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যায় করুক। এর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন তার সমজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহায়ক হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ ব্যায় করার গুরুত্ব

আমি পুনরায় মূল বিষয়ের দিকে ফিরে আসছি। ধনী ও সামর্থ্যবানরা ভালভাবে দ্বীনের খিদমত করতে পারে। এই কারণেই খোদা তা'লা مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ কে মুত্তাকিদের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এখানে অর্থ-সম্পদের কোন বিশেষত্ব নেই, যা কিছু আল্লাহ্ তা'লা কাউকে দান করেছেন তা সে আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যায় করুক। এর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন তার সমজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহায়ক হয়। আল্লাহ্ তা'লার শরিয়ত এই দুটি বিষয়ের উপরই নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা এবং আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতা। অতএব مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা রয়েছে। ধর্মের সেবার ক্ষেত্রে সামর্থ্যবান মানুষরা বড় বড় সুযোগ পেয়ে থাকে।

একবার আমাদের নবী করীম (সা.) এর অর্থের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করেন। হযরত আবু বকর (রা.) ঘরের সমস্ত সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন। আঁ হযরত (সা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আব বকর! ঘরে কি রেখে এসেছ? হযরত আবু বকর উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের নাম রেখে এসেছি। হযরত উমর (রা.) ঘরের অর্ধেক সম্পদ নিয়ে এসেছিলেন। আঁ হযরত (সা.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, হে উমর! বাড়িতে কি রেখে এসেছ? হযরত উমর (রা.) উত্তর দিলেন,অর্ধেক সম্পদ। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আবু বকর ও উমরের কর্মে যে পার্থক্য রয়েছে, সেটাই তাদের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য।

পৃথিবীতে মানুষ সম্পদকে অনেক ভালবাসে। এই কারণেই স্বপ্ন-ব্যাখ্যা শাস্ত্রে লেখা আছে, যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে সে কাউকে নিজের কলিজা বের করে দিয়েছে, তবে এর দ্বারা সম্পদ দান করাকে বোঝানো হবে। এই কারণেই প্রকৃত তাকওয়া ও ঈমান অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ। (আলে ইমরান: ৯৩) প্রকৃত পুণ্য কখনই অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের প্রিয়তম বস্তুকে ব্যয় না কর। কেননা, সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং সদাচার এর একটি বড় অংশ অর্থ ব্যায়ের প্রয়োজনীয়তাকে বলা হয়েছে।আর সমগোত্র ও খোদার সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এমন এক বস্তু যা ঈমানের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এটি ভিন্ন ঈমান পূর্ণতা ও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সম্পদ ব্যায় করে, সে কিভাবে অপরের কল্যাণ করতে পারে। অপরের কল্যাণ ও সহানুভূতির জন্য কম্পদ ব্যায় করা অত্যন্ত জরুরী বিষয় আর لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ আয়াতে এই সম্পদ ব্যায়ের শিক্ষা ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার পথে সম্পদ ব্যয় করাও মানুষের সৌভাগ্য তাকওয়াশীল হওয়ার মানদণ্ড। আবু বকর (রা.) এর জীবনে আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গীকরণের এমনই উচ্চ মান ছিল যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এক প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন আর তিনি ঘরের সমস্ত সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৭)

হযরত মুসা (আ.) প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করতেন, পক্ষান্তরে রসুলুল্লাহ্ (সা.) নীরব থাকতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিকট প্রত্যেকটা বিষয় স্পষ্ট করে দিতেন।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ সূরা কাহফ এর ৬৮ আয়াত قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا-এর ব্যাখ্যায় বলেন: পক্ষান্তরে এই আয়াতে *'লান তারানী'* -র মধ্যে বর্ণিত বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ মহম্মদী পরিপূর্ণতার উৎকর্ষকে মুসবী উৎকর্ষ স্পর্শ করতে পারে না। এবং বলা হয়েছে যে মহম্মদী উম্মতের ধৈর্য মুসবী উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। মুসলমান জাতি যে সকল বিপদাপদ ও পরীক্ষার সামনে বুক চিতিয়ে লড়াই করেছে, মুসবী সিলসিলার লোকেরা সেখানে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে। এতে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও মসীহি সিলসিলার লোকেরা সুদীর্ঘকাল বিপদাপদ সহন করেছে, কিন্তু সে সব ছিল বাহ্যিক, দর্শন সংক্রান্ত কোন পরীক্ষা ছিল না। দর্শন তথা যুক্তিসংক্রান্ত পরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হতে পারে নি। তাই তো হযরত ঈসা (আ.) নিজেও আক্ষেপ

এরপর শেষের পাতায়....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা (২০২৩)

গত ২৮ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর উপস্থিতিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্য-এর ৫৭তম আন্তর্জাতিক সালানা জলসা বিরাট সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল।

জলসার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

২৮ শে জুলাই স্থানীয় সময় সকাল ১১.৩০ মিনিটে মধ্যাহ্নভোজের পর জলসাগাহের তৎপরতা শুরু হয়। দুপুর ঠিক ০১.০০টায় জুমু'আর খুতবার প্রদানের জন্য হুযূর আনোয়ার (আই.) এর আগমন ঘটে। জলসার ব্যস্ততার কারণে জুমুআর সাথে আসরের নামায জমা করে পড়ানো হয়। বিকেল ৪:২৫টায় হুযুর আনোয়ার (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পতাকা উত্তোলন করেন। এবং যুক্তরাজ্যের পতাকা উত্তোলন করেন জনাব রফিক আহমদ হায়াত, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্য। বিকাল ৪:৩৫টায় হুযূর (আই.) মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করেন। এরপর প্রথম অধিবেশন শুরু হয় স্থানীয় সময় বিকেল ০৪.৩৭ টায়।

হুযূর (আই.)-এর নির্দেশক্রমে মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ৫২-৫৭ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং তফসীরে সগীর থেকে উক্ত আয়াতসমূহের অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর ফাসী কাসিদা পাঠ করেন সৈয়দ আশেক হোসেন সাহেব। জনাব মর্তুজা মান্নান সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত নযম অত্যন্ত শ্রুতিমধুর কণ্ঠে পরিবেশন করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জলসা সালানা প্রবর্তনের একটি উদ্দেশ্য হল, জলসায় আগমনকারীদের হৃদয়ে যেন তাকওয়া সৃষ্টি হয়। তাকওয়া সৃষ্টি হলে খোদা তা'লার নৈকট্যও লাভ হবে। আল্লাহ্ তা'লা প্রদর্শিত পথে মানুষ চলবে আর এটি সৃষ্টি হলে মানুষ আল্লাহ্র অধিকার প্রদান এবং বান্দার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে কোনোরূপ দুর্বলতা দেখাতে পারে না। এমন লোকদের মাধ্যমে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশ অনুযায়ী চলার এবং মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শের অনুসরণ করার পথ দেখিয়েছেন। আর স্পষ্টভাবে বলেছেন, তারাই আমার সত্যিকার অনুসারী যারা আল্লাহ্ নির্দেশিত পথে চলে। এছাড়া ঈমান সত্যিকার ঈমান বলে পরিগণিত হতে পারে না। এটিই হল ঈমানের মূল অর্থাৎ তাকওয়া। একদা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন, তাকওয়া ভিন্ন অন্য কিছুতে আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হন না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "ইন্নাল্লাহা মাআল্লাযীনাত্তাকাও ওয়াল্লাযীনা হুম মুহসেনূন"। মুত্তাকী এবং মুহসেন শব্দের কী অর্থ? মুত্তাকী তারা যারা আল্লাহ্কে ভয় করে। সদা তাঁর সন্তুষ্টি কামনাকারী। আল্লাহ্র কাছে এমনভাবে সাহায্য চাওয়া যেন আল্লাহ্ তার জন্য ঢালস্বরূপ হয়ে যান। আর মুহসেন এর থেকে একটু অগ্রসর হয়ে পরবর্তী ধাপ। অর্থাৎ নিজে আল্লাহ্ তা'লার সুরক্ষা ঢালে আশ্রিত হয়ে জগদ্বাসীকেও আল্লাহ্ তা'লার সুরক্ষা ঢালের পেছনে নিয়ে আসার চেষ্টা করা।বক্তৃতার শেষে এসে হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সৌভাগ্য দিন, আমরা যেন তাকওয়ার স্তর থেকে উন্নীত হয়ে মুহসেনীন-এর সারিতে পদার্পণ করতে সক্ষম হই, আমীন।ঠিক ০৫.০০টায় হুযূর (আই.) বক্তব্য শেষ করে দোয়া পরিচালনা করেন। এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীর আহমদী সদস্যরা হুযূরের সাথে দোয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

পরের দিন অর্থাৎ ২৯ জুলাই ২০২৩ দ্বিতীয় অধিবেশ শুরু হয় সকাল ১০.০০টায়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত, উর্দু অনুবাদ এবং নযম পাঠের পর বক্তৃতা-পর্ব শুরু হয়। প্রথম বক্তৃতা ছিল (সেক্রেটারী তবলীগ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ইউ.কে.) মুকাররম মুহাম্মদ ইব্রাহীম আখলাক সাহেবের। বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখনীর আলোকে ইমামের আবশ্যকতা। এরপর বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব- এ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন মুকাররম ডক্টর ফাহীম ইউনুস কুরায়শী সাহেব (নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ইউ. এস. এ.)। এরপর উর্দু নযম পরিবেশিত হয়। অতঃপর খেলাফতই বিশ্বব্যবস্থার স্থায়ীত্বের জামিন- এ বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় বক্তব্য প্রদান করেন মুকাররম ড. যাহেদ আহমদ খান (সদর, কাযা বোর্ড, ইউ. কে.)।এরপর ঠিক ১২.০০টায় হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) জলসাগাহে এসে উপস্থিত হন। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত, উর্দু অনুবাদ এবং নযম পরিবেশনের পর মেয়েদের মাঝে শিক্ষা বিভাগে বিভিন্ন পর্যায়ে কৃতী ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। এরপর হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) জলসাগাহে লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ আমি সাহাবীয়াদের কিছু ঘটনা নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। এসব ঘটনা পড়লে খুবই আশ্চর্য হতে হয় যে, কীভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহাবীয়ারা মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য এবং পবিত্রকরণ শক্তির কল্যাণে এমন সব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যা সদা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আমি কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব কেননা এগুলো এত বিশাল যে, সবটা বর্ণনা করা সম্ভব না। ধর্মের খাতিরে সন্তানদের জীবন উৎসর্গ করার ঘটনাও রয়েছে। অনুরূপভাবে সন্তানদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে তারা কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন- এ সম্পর্কিতও কিছু ঘটনা রয়েছে। তারা এমন মহিলা ছিলেন যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জগতের মোহে নিমজ্জিত ছিলেন। কিন্তু তারাই যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন নিজেদের সবকিছু খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূলের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এই সাহাবীয়াদের জীবন মান কেমন ছিল, তারা খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য কী ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতেন আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাদের সম্পর্ক কীরূপ ছিল, এ সম্পর্কিত বহু ঘটনা রয়েছে।

হযরত যয়নাব বিনতে জাহাস সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) মসজিদে প্রবেশ করেন। তখন একটি রশি দুই স্তম্ভের মাঝে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পান। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, এই রশিটি কেন বাঁধা হয়েছে? নিবেদন করা হয়, হে আল্লাহ্র রসূল! এটি যয়নাব বিনতে জাহাসের জন্য বাঁধা হয়েছে। তিনি যখন নামায আদায় করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যান তখন তিনি এটির সাহায্য নেন। মহানবী (সা.) বলেন, তার ততটাই নামায আদায় করা উচিত যতটা তার সামর্থ্য রয়েছে। যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন যেন সে বসে পড়ে। হুযূর (আই.) বক্তৃতার মাঝে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেন, একদা মহানবী (সা.) আমার কাছে আসেন। আমার পাশে এক মহিলা বসে ছিল। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, ইনি কে? আমি বললাম, এই মহিলা সারা রাত ঘুমায় না, সারা রাত জেগে নামায আদায় করতে থাকে। মহানবী (সা.) বলেন, তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী তোমার কাজ করা উচিত। আল্লাহ্র শপথ! তিনি কখনও ক্লান্ত হন না কিন্তু তুমি ক্লান্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্র কাছে সঠিক ধর্ম সেটি যার ওপর তার বান্দা স্থায়ীভাবে আমল করে। অর্থাৎ ধারাবাহিকতা যেন থাকে।

হযরত আম্মারের মায়ের সাথে কাফেররা যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে ইতিহাসে তার উল্লেখ আছে। আম্মারের পিতা ইয়াসের এবং মা সুমাইয়াকে কাফেররা অনেক কষ্ট দিতো। একবার তাদের উভয়কে যখন কষ্ট দেওয়া হচ্ছিল, নির্যাতন করা হচ্ছিল তখন মহানবী (সা.) তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর তাদের উভয়ের কষ্ট দেখে তাঁর হৃদয় ব্যথিত হয়। তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি (সা.) বলেন, হে ইয়াসেরের পরিবার! ধৈর্যধারণ করো। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী স্বল্পসময়েই পূর্ণতা লাভ করে। কেননা ইয়াসের মার খেতে খেতে শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করেন কিন্তু ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করেন নি। তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী সুমাইয়্যার ওপর নির্যাতন অব্যাহত থাকে। আবু জেহেল ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তাঁর উরুতে বর্শা নিক্ষেপ করে যা তাঁর উরু ভেদ করে পেটে প্রবেশ করে এবং তিনি ছটফট করতে করতে ইহধাম ত্যাগ করে শহীদ হয়ে যান।

বক্তৃতার শেষ দিকে হুযূর (আই.) বলেন, জামা'তে এখনও এমন নারীরা আছেন যারা ধর্মের খাতিরে নিজেদের সন্তানকে উৎসর্গ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকেন। অনেকে আমাকে পত্র লেখেন এবং দোয়ার জন্য বলেন আর সন্তানদের তরবিয়ত এমনভাবে করেন যেন তারা ধর্মের খাতিরে জীবন উৎসর্গ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকেন। আমাদের সদা স্মরণ রাখতে হবে, দাজ্জাল সর্বত্র প্রতারণার ফাঁদ পেতে রেখেছে। আজকের যুগে ইবাদাতের মান সবচেয়ে বেশি উন্নত করা প্রয়োজন। রসূল প্রেমে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা, সন্তানের তরবিয়ত করা ইত্যাদি। দোয়ায় এতটা জোর দিন যেন আমাদের সন্তানরা জাগতিকতায় মত্ত না হয় বরং আল্লাহ্ ও রসূল প্রেম যেন তাদের হৃদয়ে গেঁথে যায়। এরপর হুযূর (আই.) দুহাত তুলে দোয়া করেন। সকলে দোয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

এরপর ৮ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

আঁ হযরত (সা.)কে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিবাহ হযরত আলি (রা.)-এর সঙ্গে হওয়া উচিত।

কোনো নারী যদি নিজ স্বামীর কুফরের কারণে (তার সাথে) বিচ্ছেদ ঘটায় তাহলে স্বামীর ঈমান আনার পর পুনরায় বিয়ের প্রয়োজন হয় না।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

হে আল্লাহ! তাকে ও তার সন্তানাদিকে বিতাড়িত শয়তানের নিকট থেকে তোমার আশ্রয়ে প্রদান করছি।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ شَمْلِهِمَا

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তাদের উভয়কে কল্যাণমণ্ডিত কর এবং উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কে কল্যাণ ফুৎকার কর।

"اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا نَسْلَهُمَا۔"

"হে আমার আল্লাহ্! তুমি এতদুভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ককে কল্যাণমন্ডিত কর এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সম্পর্ককেও কল্যাণমন্ডিত কর এবং তাদের বংশধরদের কল্যাণমন্ডিত কর।"

এই দোয়া যা নুতন বিবাহিতদের জন্য পিতা-মাতারও করা উচিত।

বর্তমানে বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে সমস্যাদি সৃষ্টি হয় আর যা দিনদিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এর কারণ হল কেবল জাগতিক কামনা বাসনা যা অনেক বেশি বেড়ে গেছে এবং ধর্ম ও খোদা তা'লার নির্দেশাবলীর প্রতি মনোযোগ কমে গেছে। যদি ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং এভাবে দোয়া করা হয় আর পিতা-মাতাও যদি নিজেদের ভূমিকা এভাবে আদায় করেন তাহলে সম্পর্ক অটুট থাকতে পারে।

মহানবী (সা.) সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে কতটা সতর্ক ছিলেন! যদিও জাঁতাকল চালাতে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর হাতে কষ্ট হতো এবং তার একজন সেবকের প্রয়োজনও ছিল কিন্তু তিনি (সা.) তাকে সেবক দেন নি বরং তাদেরকে দোয়ার উপদেশ দেন এবং মহান আল্লাহর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়েছেন।

মুসলিম দেশগুলোকে পৃথিবীর ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের ভূমিকা পালন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এর তৌফিকও দান করুন।কিন্তু পরিস্থিতি যাইহোক, সর্বোপরি আমাদেরকে দোয়ার প্রতি আরো অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ২০ অক্টোবর, , ২০২৩, **এর জুমুআর খুতবা (২০ ইখা ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজও বদরের অব্যবহিত পর ঘটিত কিছু ঘটনার মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনীর প্রেক্ষিতে উল্লেখ করব। ইতিহাসে মহানবী (সা.)-এর জামাতা আবুল আস-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, মহানবী (সা.) ০৬হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে যায়েদ বিন হারেসার নেতৃত্বে একটি সারিয়্যাঈস নামক স্থানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ঈস মদিনা থেকে চার দিনের দূরত্বে অবস্থিত। দিনের দূরত্বের পরিমাপ সম্পর্কে ইতিহাসবিদরা বলেন, সে যুগের নিরিখে এক দিনের দূরত্ব ১২ মাইল হয়ে থাকে। এই হিসাব অনুযায়ী উক্ত স্থানটি ৪৮ মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। এই অভিযানের কিছুটা বিবরণ এরূপ, মহানবী (সা.) ৬হিজরী সনের জমাদিউল উলা মাসে যায়েদ বিন হারেসাকে ৭০জন সাহাবীর দলনেতা বানিয়ে মদিনা থেকে প্রেরণ করেন। এই অভিযানের কারণ এটি লেখা হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) সিরিয়া থেকে মক্কার কুরাইশদের একটি কাফেলার আগমনের সংবাদ পেয়ে এই সেনাদলকে প্রেরণ করেছিলেন। আর এই বাণিজ্য কাফেলার উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য হতে অর্জিত অর্থ মুসলমানদের ওপরআক্রমণ রচনা করার জন্য ও যুদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করা। যাই হোক তারা এটিকে বাধাগ্রস্ত করেন আর তাদের সমস্ত সম্পদ দখল করে নেন। কিছু লোককে বন্দিও করা হয়। এই বন্দিদের সাথে আবুল আস-ও ধরা পড়েছিলেন।

(শরাহা যারকানি আলা মোয়াহিবুল লাদানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৪-১২৫) (উর্দু লুগাত, খণ্ড-১৭, পৃ: ৭৭২)

'সীরাত খাতামান্নাবীঈন' পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)এই ঘটনাকে এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, ঈস অভিযানে গ্রেপ্তারকৃত বন্দিদের মাঝে আবুল আস বিন রবী-ও ছিলেন, যিনি ছিলেন মহানবী (সা.)-এর জামাতা এবং হযরত খাদীজা মরহুমার নিকটাত্মীয়। এর পূর্বে তিনি বদরের যুদ্ধেও বন্দি হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তখন মহানবী (সা.) তাকে এ শর্তে মুক্ত করে দিয়েছিলেন যে তিনি মক্কায় পৌঁছে তাঁর (সা.) কন্যা হযরত যয়নবকে মদিনায় পাঠিয়ে দেবেন। আবুল আস এই প্রতিশ্রুতি যদিও রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে তখনও শিরকে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যায়েদ বিন হারেসা যখনতাকে বন্দি করে মদিনায় নিয়ে আসেনতখন রাতের বেলা ছিল, কিন্তু আবুল আস কোনোভাবে হযরত যয়নব (রা.)-এর কাছে সংবাদ প্রেরণ করে, আমি এভাবে বন্দি হয়ে এখানে এসেছি। তুমি যদি আমার জন্য কিছু করতে পারো তাহলে করো। যখন কিনা মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা ফজরের নামাযে মগ্ন ছিলেন ঠিক তখন, হযরত যয়নব ঘরের ভেতর থেকে উচ্চস্বরে ডেকে বলেন, হে মুসলমানরা! আমি আবুল আসকে আশ্রয় দিয়েছি। মহানবী (সা.) নামায শেষ করে সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, যয়নব যা কিছু বলেছে তা আপনারা শুনেছেন। খোদার কসম, আমি এ সম্পর্কে জানতাম না। অর্থাৎ আমার এটি জানা ছিল না, কিন্তু মু'মিনদের জামা'ত এক প্রাণের ন্যায়। তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি কোনো কাফেরকে আশ্রয় প্রদান করে তাহলে সে আশ্রয়ের সম্মান করা আবশ্যক। এরপর তিনি (সা.) হযরত যয়নব-এর উদ্দেশ্যে বলেন, যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছো তাকে আমরাও আশ্রয় দিচ্ছি। আর এই অভিযানে যেসব সম্পদ আবুল আস-এর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল তিনি (সা.) সেগুলো তাকে ফিরিয়ে দেন। এরপর তিনি (সা.) ঘরে আসেন আর নিজ কন্যা যয়নবকে বলেন, আবুল আসকে

ভালোভাবে আপ্যায়ন করো। কিন্তু তার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করো না, কেননা বর্তমান পরিস্থিতিতে তোমার তার সাথে সাক্ষাৎ করা বৈধ হবেনা। কয়েক দিন মদিনায় অবস্থান করে আবুল আস মক্কায় ফিরে যান। কিন্তু এবার তার মক্কায় যাওয়া সেখানে অবস্থানের উদ্দেশ্যে ছিল না। তিনি খুব দ্রুত নিজের সব লেনদেন শেষ করেন আর কলেমা শাহাদাত পাঠ করে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়ে যান। এর ফলে তিনি (সা.) হযরত যয়নবকে নতুন কোন বিয়ে ছাড়াই তার কাছে পাঠিয়ে দেন।..... কতিপয় রেওয়ায়েতে একথা বর্ণিত হয়েছে যে, তখন হযরত যয়নব এবং আবুল আস-এর পুনরায় বিয়ে পড়ানো হয়েছিল, কিন্তু প্রথম রেওয়ায়েতটি অধিক নির্ভরযোগ্যও সঠিক।" (সীরাত খাতামান্নাবঈন, প্রণেতা-সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ., পৃ: ৬৭০-৬৭১)

কেননা (পুনরায়) বিয়ের প্রয়োজন ছিল না। এ থেকে এই ফতোয়াও পাওয়া যায়, কোনো নারী যদি নিজ স্বামীর কুফরের কারণে (তার সাথে) বিচ্ছেদ ঘটায় তাহলে স্বামীর ঈমান আনার পর পুনরায় বিয়ের প্রয়োজন হয় না।

হযরত যয়নব তার স্বামীর ইসলাম গ্রহণের পর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। আট হিজরী সনে তার মৃত্যু হয়। হযরত উম্মেআয়মান, হযরত সওদা, হযরত উম্মে সালামা আর হযরত উম্মে আতিয়া মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী তাকে গোসল দেন। (সিয়ারুর সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৯০)

হযরত উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন তাকে আদেশ দেন তিনি যেন তাঁর (সা.) কন্যাকে গোসল করান তখন তিনি (সা.) বলেছিলেন, তার ডান দিক থেকে আর ওযুর স্থানগুলো থেকে গোসল দেওয়া আরম্ভ করবে। অপর এক রেওয়ায়েতে এর বিবরণ এভাবে দেখা যায়, হযরত উম্মে আতিয়া বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যা যয়নব (রা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন মহানবী (সা.) আমাদের বলেন, তাকে বিজোড় সংখ্যায় অর্থাৎ তিন বা পাঁচবার গোসল করাবে। আর পঞ্চমবার কর্পুর লাগাবে অথবা বলেন কিছুটা কর্পুর লাগাবে। গোসল করানো শেষ হলে তোমরা আমাকে অবহিত করবে। তিনি বলেন, আমরা তাঁকে (সা.) অবগত করি। তিনি আমাদেরকে নিজের একটি লুঙ্গি দান করেন এবং বলেন, এটি দিয়ে তার কোমরে বেঁধে দিবে।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-২১৭৩ ,২১৭৬)

অর্থাৎ যে কাপড় কোমরে বাঁধা হয় সেটি প্রদান করেন। আর 'শিয়ার' হলো সেই কাপড় যা দেহের ভেতরের অংশে থাকে।

(লুগাতুল হাদীস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৬)

এরপর মহানবী (সা.) জানাযার নামায পড়ান। নিজে কবরে নামেন আর নিজ কন্যাকে কবরস্থ করেন। হযরত যয়নব (রা.)আলী এবং উমামা নামে দুই সন্তান রেখে যান। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী আলী শৈশবেই মৃত্যু বরণ করেন। অপর রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি সাবালক হয়েছিলেন। ইবনে আসাকর লিখেছেন, ইয়ারমূকের যুদ্ধে তিনি শাহাদত লাভ করেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি বাহনে মহানবী (সা.)-এর পেছনে বসেছিলেন।

(সিয়ারুর সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৯০)

হযরত উমামা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ফাতেমা (রা.) এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.)তাকে বিয়ে করেছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৯০)

হযরত আবুল আস-এর ব্যবসা-বানিজ্য ছিল মক্কায়। তাই তার জন্য মদিনায় বসবাস করা সম্ভব ছিল না। অতএব ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মহানবী (সা.)-এর অনুমতি নিয়ে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কায় বসবাসের কারণে তিনি যুদ্ধাভিযানে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাননি। শুধুমাত্র একটি অভিযানে, যা ১০ হিজরী সনে হযরত আলী (রা.) এর নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়েছিল, সেটিতে অংশ নিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা.) ইয়েমেন থেকে ফিরে আসার সময় তাকে ইয়েমেনের প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত যয়নবের মৃত্যুর পর আবুল আসওবেশিদিন জীবিত ছিলেন না আর ১২ হিজরী সনে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

(সিয়ারুর সাহাবা, ৭মখণ্ড, পৃ: ৪৯১) (উসদুল গাবা, ৬ষ্ঠ, পৃ: ১৮২-১৮৩)

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব আবুল আস-এর প্রতি মহানবী (সা.)-এর সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এভাবে লিখেছেন, মহানবী (সা.)-এর জামাতা আবুল আস বিন রবী হযরত খাদীজা মরহুমার নিকটাত্মীয় অর্থাৎ আপন ভাগ্নে ছিলেন। মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও নিজ স্ত্রীর সাথে তার আচরণ খুবই উত্তম ছিলএবং মুসলমান হওয়ার পরও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল। এদিক থেকে মহানবী (সা.) আবুল আস-এর অনেক প্রশংসা করতেন। মহানবী (সা.) বলেন, সে আমার মেয়ের সাথে অতি উত্তম ব্যবহার করেছে। আবুল আস হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে ১২ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তাঁর পবিত্র সহধর্মিনী মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন। অতএব এই রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় হযরত আলী (রা.)-তাকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছেন মর্মে যে রেওয়ায়েত রয়েছে সেটি সন্দেহজনক। তাঁর (রা.) কন্যা 'উমামা'-যিনি মহানবী (সা.) এর ভীষণ স্নেহভাজন ছিলেন, হযরত ফাতেমা (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, কিন্তু তাদের কোনো সন্তানসন্ততি হয় নি। (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৬৭৪)

সবীক যুদ্ধ দুই হিজরী সনের জিলহজ্জ মাসে সংঘটিত হয়। সবীক যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ হলো, মুশরিকরা যখন পরাজিত ও দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থায় মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তখন আবু সুফিয়ান শপথ করে সে নিজের (চুলে) তেল দেবে না আর সে প্রতিজ্ঞা করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মহানবী (সা.) এবং তার সাহাবীদের কাছ থেকে বদরের প্রতিশোধ গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে গোসল করবে না। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আবু সুফিয়ান দু'শ অশ্বারোহী নিয়ে, আবার অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী চল্লিশ অশ্বারোহী নিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য যাত্রা করে এবং মদীনা যাওয়ার মূল ও প্রচলিত পথ এড়িয়ে নাজাদের পথ ধরে যাত্রা করে। যখন সে কানাদ উপত্যকার মাথায় পোঁছে তখন সে ইয়াতিব নামী পাহাড়ের পাশে শিবির স্থাপন করে যেটি মদীনা থেকে প্রায় বারো মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। কানাদ-ও মদীনা এবং উহুদের মধ্যবর্তী মদীনার তিনটি বিখ্যাত উপত্যকার মাঝে একটি উপত্যকা। সে রাত্রিকালে বের হয় আর রাতের আঁধারেই বনু নাযীরের বসতিস্থলে পোঁছে এবং সেখানে হুয়ী বিন আখতাবের কাছে গিয়ে তার দরজায় কড়া নাড়ে। সে দরজা খুলতে অস্বীকৃতি জানায়। তারপর আবু সুফিয়ান সেখান থেকে সালাম বিন মিশকিমের কাছে যায়। সে তখন বনু নযির গোত্রের নেতা এবং কোষাধ্যক্ষ ছিল। আবু সুফিয়ান তার অনুমতি চাইলে সে অনুমতি প্রদান করে।সে তার যত্নআত্তি করে, পানাহার করায়, লোকদের গোপন তথ্য এবং মহানবী (সা.)-এর তথ্য অর্থাৎ তাঁর (সা.)-এর দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাকে অবহিত করে, তিনি (সা.) কী কী করেন, কখন কোথায় যান। তারপর আবু সুফিয়ান রাতের শেষ প্রহরে সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে সাথীদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। এরপর সে কুরাইশের কিছু লোককে মদীনার নিকটবর্তী 'উরায়েয' নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করে। উরায়েয হলো মদীনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি খেজুর বাগান। তারা সেখানে খেজুর গাছের কয়েকটি ঝাড় জ্বালিয়ে দেয় এবং একজন আনসারী ব্যক্তি ও তার কর্মচারীকে হত্যা করে। একটি বর্ণনায় সেই আনসারীর নাম মা'বাদ বিন আমর-ও বর্ণিত হয়েছে। আবু সুফিয়ান যখন মনে করলো যে তার শপথ পূর্ণ হয়েছে এবং ক্ষতি সাধন করে সামান্য হলেও প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে এবং তার প্রতিশোধের আগুন প্রশমিত হয়েছে, তখন সে তার সৈন্যদল নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা করে। এটাও বলা হয় আবু সুফিয়ান যে রাতে সালাম বিন মিশকিমের সাথে সাক্ষাত করেছিল ওই রাতেই এই ঘটনা ঘটিয়েছিল।

যাই হোক লোকে যখন এ ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারলো তখন মহানবী (সা.) মদীনায় হযরত আবু লুবাবা বাশীর বিন আব্দুল মুনযের (রা.)-কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে হিজরতের বাইশতম মাসে ৫ম জিলহজ্জ, সোমবার দুইশ জন মুহাজের ও আনসার সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করে কাররাতুল কুদর পর্যন্ত পোঁছেন। 'কারারাতুল কুদর' হলো কুদর মিকদান সংলগ্ন আল-হাযিয়ার নিকটবতী একটি স্থান। মদীনা ও এর মাঝের দূরত্ব হলো ছিয়ানব্বই মাইল। কথিত আছে এটা বনু সুলায়েম গোত্রের একটি ঝরণার নাম।

যাইহোক আবু সুফিয়ান ও তার সৈন্যদল অতি সঙ্গোপনে পলায়ন করছিল আর ছাতুর থলে ফেলে যাচ্ছিল আর এগুলোই তাদের প্রধান পাথেয় ছিল। মুসলমানরা সেগুলো উঠিয়ে নিচ্ছিল। এজন্য এ যুদ্ধের নাম গাযওয়ায়ে সাবীক অর্থাৎ ছাতু'র যুদ্ধ প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। আরবীতে ছাতুকে 'সাবীক' বলা হয়।

আবু সুফিয়ান এবং তার সৈন্যরা পালিয়ে যায়, মুসলমানরা তাদেরকে ধরতে পারেনি। অত:পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে তারা ফিরে আসেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় ফেরত চলে আসেন। সাহাবীরা যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাথে ফেরত আসছিলেন তখন তারা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি কি এটিকে আমাদের জন্য যুদ্ধ বলে গণ্য করেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৭৪) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২,২৩) (সীরাতুন নবী, প্রণেতা শিবলী, নুমানি, ১ম খণ্ড, পৃ: ২১১) (সীরাত, এনসাইক্লোপেডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৬৫-৬৬) (ফাহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ২৩৯,২৪২,২৩৪)

সংঘর্ষ হোক বা না হোক, এটি তো একপ্রকার যুদ্ধই।

সীরাতে খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে এটির বিবরণ এভাবে রয়েছে, বদরের যুদ্ধের আবু সুফিয়ান শপথ করেছিল, যতক্ষন পর্যন্ত বদরের নিহতদের প্রতিশোধ না নিবে, ততদিন নিজ স্ত্রীর কাছে যাবে না এবং নিজের চুলে তেলও লাগাবে না। এ অনুসারে বদরের দু-তিন মাস পর যিলহাজ্জ মাসে আবু সুফিয়ান দু'শ স্বশস্ত্র কুরাইশকে নিয়ে মক্কা থেকে যাত্রা করে এবং নজদঘেষাপথ ধরে মদীনার কাছে পৌঁছে যায়। সেখানে পৌঁছে সে তার সেনাবাহিনী মদীনা থেকে কিছুটা দূরে রেখে নিজে রাতের আঁধারের পর্দায় লুকিয়ে লুকিয়ে ইহুদী গোত্র বনু নাযির-এর নেতা হুয়ী বিন আখতাবের গৃহে পৌঁছে এবং তার কাছে সাহায্য চায়। কিন্তু হুয়ী বিন আখতাবের হৃদয়ে নিজ অঙ্গীকার ও চুক্তির কিছুটা হলেও শ্রদ্ধাবোধ অবশিষ্ট ছিল, এজন্য সে অস্বীকার করে। সে বলে, আমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে, আমি তোমাকে কিছুই বলতে পারব না এবং তোমাকে আশ্রয়ও দিতে পারব না। এরপর আবু সুফিয়ান সেভাবেই সংগোপনে বনু নাযিরের আরেক নেতা সালাম বিন মিশকামের ঘরে যায় এবং তার কাছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহায্যের আবেদন জানায়। সেই দুর্ভাগা চরম ধৃষ্টতা দেখিয়ে সব অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করে আবু সুফিয়ানের সেবাযত্ন করে। রাতে তার আতিথ্য করে এবং মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে। ভোরের পূর্বেই আবু সুফিয়ান সেখান থেকে বেরিয়ে যায় এবং নিজ বাহিনীর কাছে গিয়ে সে কুরাইশদের একটি দলকে মদীনার নিকটবর্তী আরীয উপত্যকায় অতর্কিত হামলা করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। এটি সেই যুগে মুসলমানদের গবাদি পশুর চারণভূমি ছিল আর মদীনা থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে ছিল। সম্ভবত এটির অবস্থা সম্পর্কেই সালাম বিন মিশকামের কাছ থেকে আবু সুফিয়ান জানতে পেরেছিল। যখন কুরাইশদের এই দলটি আরীয উপত্যকায় পৌঁছায় তখন সৌভাগ্যক্রমে মুসলমানদের পশুপাল সেখানে ছিলনা। কিন্তু একজন আনসারী মুসলমান এবং তার এক সাথী তখন সেখানে ছিল।কুরাইশরা তাদের দু'জনকে ধরে নৃশংসভাবে হত্যা করে। অতঃপর খেজুর গাছগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং সেখানের ঘর ও ঝুপড়িগুলো আগুনে পুড়িয়ে আবু সুফিয়ানের অবস্থানস্থলে ফিরে যায়। আবু সুফিয়ান এই সাফল্যকে নিজ শপথ পূর্ণতার জন্য যথেষ্ট মনে করে নিজ সৈন্যদের ফিরতি যাত্রার নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে মহানবী (সা.) যখন আবু সুফিয়ানের আক্রমণের সংবাদ পেলেন তিনি সাহাবীদের একটি দল সঙ্গে নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়ায় বের হন। কিন্তু আবু সুফিয়ান যেহেতু তার শপথের পূর্ণতাকে সংশয়পূর্ণ করতে চায়নি এজন্য সে এত দ্রুততার সাথে পালায় যে মুসলমানরা তার সৈন্যদের ধরতে পারেনি। অবশেষে কয়েকদিন বাইরে থাকার পর মহানবী (সা.) মদীনায় ফেরত চলে আসেন। এ যুদ্ধকে সবীকযুদ্ধ এজন্য বলা হয়, আবু সুফিয়ান মক্কায় ফেরত যাবার সময় ধরা পড়ার ভয়ে কিছুটা ভয়ভীতি আর কিছুটা নিজেদের বোঝা হালকা করার জন্য তারা তাদের রসদ সামগ্রী রাস্তায় ফেলতে ফেলতে যায় যার বেশিরভাগই ছিল সাবীক অর্থাৎ ছাতু ভর্তি থলে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-সাহেবযাদা হযরত মির্যা বশীর আহমদ, এম.এ, পৃ: ৪৫৩-৪৫৪)

সবীকযুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, এই নামের যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীতে উহুদের যুদ্ধের পরও হয়েছিল। যেমন তাবারী দুটি সবীক নামীয় যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন।

একটি বদরের যুদ্ধের পূর্বে হয় যার বিস্তারিত বিবরণ একটু পূর্বেই দেওয়া হল। এটি মনে হয় বদরের পূর্বে নয় বরং ওহুদের পূর্বের কথা। দ্বিতীয়টি সম্ভবতঃ উহুদের যুদ্ধের পর হবে। কিন্তু অন্যান্য সীরাতের গ্রন্থে যেমন সীরাত ইবনে হিশাম, সুবুলুল হুদা প্রভৃতিতে এই যুদ্ধকে 'গাযওয়া বাদরুল মওআদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই যুদ্ধেরও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরি। সার কথা হলো, আবু সুফিয়ান উহুদের দিন ফেরত যাওয়ার সময় গলা ফাটিয়ে রসূলুল্লাহ (সা.) কে উদ্দেশ্য করে বললো, আমাদের এবং তোমাদের মাঝে এক বছর পরে বদরুস সাফরা'র প্রতিশ্রুতি রইলো। আমরা সেখানে যুদ্ধ করবো। বদরুস সাফরা আরবদের সমবেত হওয়ার স্থান ছিল এবং এখানে তাদের হাট বসতো। রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত উমরকে (রা.) বললেন, বলে দাও ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ। এই প্রতিশ্রুতির পরে লোকেরা নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যায়। উহুদের ময়দানে আবু সুফিয়ানের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরের বছর তিনি (সা.) বদরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। সেখানে পৌঁছে আবু সুফিয়ানের অপেক্ষায় তিনি (সা.) আট রাত অবস্থান করলেন। আবু সুফিয়ান মক্কাবাসীদের সাথে মাররুয যাহরান এর নিকটে মুজান্না তে এসে অবস্থান করে। মুজান্না মক্কা থেকে কয়েকমাইল দূরে মাররুয যাহরান-এ জাবালুল আসফার এর নিকটে একটি শহর ছিল। এর পরে খরার অজুহাত দেখিয়ে নিজের সঙ্গীদের নিয়ে ফেরত চলে যায়। মুখোমুখি হওয়ার সাহস হয় নি। মক্কাবাসীরা এই সেনাবাহিনীকে 'জায়শুস সবীক' বলতো, কেননা এরা ছাতু পান করতে করতে গিয়েছিল।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৭) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ,৪র্থ খন্ড, পৃ: ৩৩৭) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ২৫৯)

প্রথম ঈদুল আযহার ব্যাপারে লেখা হয়েছে, দ্বিতীয় হিজরীতে সবীকের যুদ্ধ থেকে ফেরত আসার পর মহানবী (সা.) ঈদুল আযহা আদায় করলেন। এটি মুসলমানদের প্রথম ঈদুল আযহা ছিল। যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে তিনি (সা.) নিজের সাহাবীদের সাথে মদীনার বাইরে গেলেন। জামাতের সাথে নামায আদায় করলেন এবং সেখানেই নিজ হাতে কুরবানী করলেন।

[দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, প‍ৃ: ৩৬২,৩৬৩]

একটি রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে, যখন রসূলুল্লাহ (সা.) বনু কায়নকা' এর যুদ্ধ থেকে মদীনা ফেরত আসলেন তখন ঈদুল আযহা এসে গেল। তিনি এবং তাঁর সাহাবীদের মাঝে যাদের কুরবানীর পশুর ব্যবস্থা হয় তারা দশ যিল হজ্জ কুরবানী করলো। তিনি (সা.) সাহাবীদের সাথে ঈদগাহে গেলেন। সেখানে তিনি (সা.) প্রথমবার ঈদুল আযহার নামায পড়ালেন। এটি ঈদুল আযহার প্রথম নামায যা তিনি (সা.) মদীনায় সাহাবীদের পড়ালেন এবং সেখানেই ঈদগাহে তিনি নিজ হাতে দুটি ছাগল বা একটি ছাগল জবাই করলেন।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, বনু কায়নকা'এর যুদ্ধ থেকে ফেরত এসে আমরা যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে কুরবানী করি। এটি মুসলমানদের প্রথম কুরবানী ছিল। আমরা বনু সালমাতে কুরবানীর পশু জবাই করেছিলাম। আমি কুরবানীগুলো গণনা করলাম। সে দিন ওই স্থানে সতেরোটি কুরবানীর পশু জবাই করা হয়। এটি তাবারী'র ইতিহাসগ্রন্থ থেকে নেওয়া উদ্ধৃতি।

'সীরাত খাতামান্নাবিঈন' গ্রন্থে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এই প্রসঙ্গে লেখেন, " সেই বছরেই যিল হজ্জ মাসে ইসলামী শরীয়তে দ্বিতীয় ইসলামী ঈদ অর্থাৎ ঈদুল আযহার প্রবর্তন হয় যা যিল হজ্জ মাসের দশ তারিখ সমগ্র ইসলামী বিশ্বে পালন করা হয়। এই ঈদে মুসলমানের সত্যিকার ঈদ তথা নামায ছাড়াও প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য নিজের পক্ষ থেকে কোন চতুষ্পদ জন্তু কুরবানী করে সেটির মাংস নিজের নিকটাত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী এবং অন্য লোকদের মাঝে বিতরণ করা এবং নিজেও খাওয়ার শিক্ষা রয়েছে।"

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) কিছুটা বিস্তারিত এজন্য লেখেন যেন এর মাধ্যমে মৌলিক মসল-মাসায়েল সম্পর্কেও জানা যায়। এটি হল কুরবানীর মাংসের বণ্টন। যেমন ঈদুল আযহার দিন এবং এর পরবর্তী দুইদিন পর্যন্ত সমগ্র ইসলামী বিশ্বে লক্ষ-কোটি পশু আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী করেদেওয়া হয়। এভাবে মুসলমানরা কার্যতঃ হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.) এবং হযরত হাজেরা এর মহান কুরবানীর দৃষ্টান্তকে জীবিত রাখে। আর যার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত ছিল রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর জীবনী। আর প্রত্যেক মুসলমানকে সতর্ক করা হয় যেন তারা নিজ প্রভু ও সর্বাধিপতির রাস্তায় নিজ প্রাণ, অর্থ-সম্পদ তথা সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে। এ ঈদও ঈদুল ফিতরের ন্যায় একটি মহান ইসলামী ইবাদতের পূর্ণতায় উদযাপন করা হয়, আর সে ইবাদত হচ্ছে হজ্ব।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-সাহেবযাদা হযরত মির্যা বশীর আহমদ, এম.এ, পৃ: ৪৫৪-৪৫৫)

হযরত ফাতেমা (রা.) এর বিয়েও দ্বিতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত হয়। হযরত আলী (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সকাশে হযরত ফাতেমা (রা.) এর সাথে বিয়ের আবেদন জানান যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) সানন্দে সম্মত হন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর ও পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.) উভয়েই রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে হযরত ফাতেমা (রা.)কে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিরবতা অবলম্বন করেন ও তাদের কোন উত্তর দেননি। প্রকৃতপক্ষে প্রথমে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)প্রস্তাব দিয়েছিলেন, পরবর্তীতে হযরত আলী (রা.) প্রস্তাব দেন।পরবর্তী রেওয়ায়েতসমূহের মাধ্যমে এটিই স্পষ্ট হয়। যাই হোক, হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করি, আপনি কি হযরত ফাতেমা (রা.) এর সাথে আমার বিয়েতে রাজি হবেন? তিনি (সা.) বলেন, তোমার কাছে মোহরানা আদায়ের জন্য কিছু কি আছে? আমি নিবেদন করি, আমার ঘোড়া ও বর্ম আছে। তিনি (সা.) বলেন, ঘোড়া তো তোমার জন্য প্রয়োজনীয়

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

জিনিস। তবে তোমার বর্ম বিক্রি করে দাও। সুতরাং আমি আমার বর্ম ৪৮০ দিরহামে বিক্রি করে দেনমোহরের অর্থের সংস্থান করি। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আলী (রা.) নিজ বর্ম হযরত উসমান (রা.) এর নিকট বিক্রি করেন আর হযরত উসমান (রা.) বর্ম বিক্রির অর্থও দিয়ে দেন পাশাপাশি বর্মও ফেরত প্রদান করেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি সে অর্থ নিয়ে আসি আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কোলে রেখে দিই। তিনি (সা.) সে অর্থের কিছু অংশ বেলাল (রা.) কে প্রদান করে বলেন, এ অর্থ দ্বারা কিছু সুগন্ধি ক্রয় করে আন। আর কতিপয় লোককে হযরত ফাতেমার জন্য উপহার সামগ্রী (জাহিয) প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন । সে অনুসারে হযরত ফাতেমার জন্য একটি চৌকি, একটি চামড়ার বালিশ যা খেজুরের খোসা দিয়ে পূর্ণ করা হয়; এগুলো প্রস্তুত করা হয়। এভাবেও দেনমোহর ব্যবহার করা যেতে পারে। কেউ কেউ বলে, বিয়ে হয়ে গেছে এখন আর দেনমোহর দেব না। কিন্তু সেখানে দেখা যায় যে দেনমোহর দিয়েই খরচাদি নির্বাহ করা হয়েছে।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আলী (রা.) এর সাথে এ বিয়ে সম্পন্নকালে তিনি (সা.) বলেছেন, আমার খোদা আমাকে এমনটা করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

রুখসতি বা কন্যা বিদায়ের পর রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রা.) কে বলেন, যখন ফাতেমা তোমার কাছে আসে আমি না আসা পর্যন্ত কোন কথা বলবে না। হযরত ফাতেমা (রা.) হযরত উম্মে আয়মানের (রা.) সাথে আসেন এবংঘরের এক কোণায় বসে যান। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমিও এক কোণে বসে পড়ি। রসূলুল্লাহ (সা.) এসে বলেন, আমার ভাই কি এখানে আছে? উম্মে আয়মান বলেন, তিনি আপনার ভাই? আপনি যে তার কাছে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন! তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ কেননা এমন আত্মীয়ের সাথে বিয়ে হওয়া সম্ভব। এমন চাচাতো-মামাতো ভাই-বোন এর সাথে বিয়ে হতে পারে। যাই হোক সে আপন ভাই নয়। তিনি (সা.) ভেতরেপ্রবেশ করেন ও হযরত ফাতেমা (রা.) কে বলেন, আমার কাছে পানি নিয়ে আস। তিনি উঠেন ঘরে রাখা একটি পাত্রে পানি নিয়ে আসেন। তিনি (সা.) তা নেন, অতঃপর সে পানি মুখে কিছুক্ষণ রেখে পুনরায় তা পাত্রে ঢেলে দেন। অতঃপর হযরত ফাতেমা (রা.) কে বলেন, কাছে আস, তিনি এগিয়ে আসেন। তিনি (সা.) তার মাথায় ও শরীরে অল্প পানি ছিটিয়ে দেন এবং দোয়া করে বলেন, اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ হে আল্লাহ! তাকে ও তার সন্তানাদিকে বিতাড়িত শয়তানের নিকট থেকে তোমার আশ্রয়ে প্রদান করছি।

অত:পর তিনি (সা.) বলেন, মুখ অন্যদিকে ঘুরাও। যখন তিনি অন্যদিকে মুখ ঘুরালেন তিনি (সা.) তার কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে পানি ছিটিয়ে দেন। অত:পর হযরত আলী (রা.) এর সাথেও অনুরূপই করেন।

হযরত আলীকে (রা.) বললেন, আল্লাহ্‌র নামে এবং তাঁর কল্যাণে সিক্ত হয়ে তোমার স্ত্রীর কাছে যাও।

অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা.) থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) একটি পাত্রে ওযু করেন। অতঃপর সেই পানি হযরত আলী এবং হযরত ফাতেমার উপর ছিটিয়ে দেন এবং বলেন, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِيْ شَمْلِهِمَا অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তাদের উভয়কে কল্যাণমণ্ডিত কর এবং উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কে কল্যাণ ফুৎকার কর।

হযরত আয়েশা এবং হযরত উম্মে সালামা বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ফাতেমাকে সাজিয়ে হযরত আলীর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেন। সুতরাং আমরা (তাঁর) ঘরে গেলাম। আমরা একে বাতহা উপত্যকার নরম মাটি দিয়ে লেপে দিই। প্রথমে ঘর সাজাই। এরপর খেজুরের আঁশ দিয়ে দুটি বালিশ পূর্ণ করি যা আমরা স্বহস্তে ধুনেছি। অতঃপর আমরা খাওয়ার জন্য খেজুর এবং মনাক্কা আর পানের জন্য সুপেয় পানি রাখি। একটি কাঠ নিয়ে ঘরের একদিকে লাগিয়ে দিই যেন এর উপর কাপড় প্রভৃতি রাখা যায় আর মটকা ঝুলানো যায়।

আমরা হযরত ফাতেমার বিয়ের চেয়ে উত্তম কোন বিয়ে দেখিনি। ওলীমার দাওয়াত খেজুর, পনির এবং হেইসএর সমন্বয়ে ছিল। হেইস সেই খাবারকে বলা হয় যা খেজুর, ঘি এবং পনির মিশিয়ে তৈরি করা হয়। হযরত আসমা বিনতে উমায়েস বর্ণনা করেন, সে যুগে এই ওলীমার দাওয়াতের চেয়ে উত্তম কোন ওলীমা হয়নি।

(শারাহ যারকানি আলা মোয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৬-৩৫৭) (তারিখুল খামিস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭৭) (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস-১৯১১) (তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৯) (লুগাতুল হাদীস, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৪২)

এটি সেই বিয়ে এবং ওলীমার আয়োজন যা অনাড়ম্বরতার উত্তম দৃষ্টান্ত ছিল। হযরত ফাতেমা এবং হযরত আলীর বিয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে সীরাতে খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে যা লিখা হয়েছে তাও বর্ণনা করছি। এতে কিছু অতিরিক্ত কথা উল্লেখিত রয়েছে তাই এটি বর্ণনা করা জরুরী। লেখা আছে, হযরত ফাতেমা মহানবী (সা.) এর সন্তানদের মাঝে সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন যিনি হযরত খাদিজার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন আর তিনি (সা.) তাঁর সন্তানদের মাঝে হযরত ফাতেমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। তাঁর ব্যক্তিগত অনন্য গুণের কারণে তিনিই এ ভালবাসা লাভের সর্বাধিক যোগ্য ছিলেন। তাঁর মাঝে অনেক গুণাবলী ছিল। তখন তার বয়স আনুমানিক ১৫ বছর ছিল, এদিকে বিয়ের প্রস্তাব আসা আরম্ভ হয়। হযরত ফাতেমার জন্য সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রা.) বিয়ের প্রস্তাব দেন, কিন্তু মহানবী (সা.) সম্মত হন নি। এরপর হযরত উমর (রা.) প্রস্তাব দেন, কিন্তু তাঁর আবেদনও গৃহিত হয়নি। এরপর এই উভয় বুযূর্গ মহানবীর (আ.)হযরত আলীর কাছে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা আছে বলে মনে করে হযরত আলীকে বললেন, তুমি ফাতেমার জন্য প্রস্তাব দাও। তখন হযরত আলী(রা.) যিনি সম্ভবত পূর্ব থেকেই এ বাসনা রাখতেন, কিন্তু লজ্জার কারণে নীরব ছিলেন সাথে সাথে মহানবী (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেন। অপরদিকে মহানবী (সা.) খোদা তা'লার ওহীর মাধ্যমে এ ইঙ্গিত লাভ করেছিলেন, হযরত ফাতেমার বিয়ে হযরত আলীর(রা.)সাথে হওয়া উচিত। হযরত আলী (রা.) প্রস্তাব দিলে মহানবী (সা.) তাকে বলেন, আমার প্রতি পূর্বেই এসম্পর্কে খোদা তা'লার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হয়েছে। এরপর তিনি (সা.) হযরত ফাতেমার মতামত জানতে চান। তিনি লজ্জার কারণে নীরব থাকেন, কিছু বলেননি, লজ্জা পেয়েছেন। তিনি লেখেন এই মৌনতা এক প্রকার সম্মতির লক্ষণ। অতএব মহানবী (সা.) মুহাজির ও আনসারদের কিছু লোককে একত্রিত করে হযরত আলী ও হযরত ফাতেমার বিয়ে পড়িয়ে দেন। এটি দ্বিতীয় হিজরির প্রারম্ভ বা মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা। বদরের যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর সম্ভবত যিলহজ্জ মাসেরুখসাতানার কথা আসে আর মহানবী (সা.) হযরত আলীকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কাছে মোহরানা আদায়ের জন্য কিছু আছে কি? হযরত আলী বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার কাছে তো কিছু নেই। তিনি (সা.) বলেন, সেই বর্মটি কোথায় যা আমি বদরের মালে-গণিমত থেকে তোমাকে দিয়েছিলাম? হযরত আলী (রা.) বলেন, তা আছে। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে সেটিই নিয়ে আস। অতঃপর সেই বর্ম ৪৮০ দিরহামে বিক্রি করা হয় আর মহানবী (সা.) সেই অর্থ থেকেই বিয়ের ব্যয় নির্বাহ করেন। মহানবী (সা.) হযরত ফাতেমা (রা.)-কে একটি নকশী চাদর, খেজুরের শুকনো পাতা পূর্ণ একটি চামড়ার তোশক আর একটি মশক উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করেন। অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, তিনি (সা.) উপঢৌকনস্বরূপ একটি জাতা বা চাক্কীও প্রদান করেছিলেন। এ সকল জিনিসপত্রের ব্যবস্থা হয়ে গেলে বাসস্থানের প্রশ্ন আসে।হযরত আলী (রা.) এতদিন পর্যন্ত সম্ভবত মহানবী (সা.)-এর সাথেই মসজিদ সন্নিবেশিত কোন কক্ষে থাকতেন, কিন্তু বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী'র একত্রে বসবাসের জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থা করা আবশ্যক ছিল। সুতরাং মহানবী (সা.) হযরত আলী(রা.)-কে বলেন, এখন তুমি কোন বাসস্থানের সন্ধান কর যেখানে তোমরা দুইজন থাকতে পারবে। হযরত আলী (রা.) একটি অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন এবং ফাতেমা (রা.) পিত্রালয় থেকে বিদায়ের পর সেখানেই উঠেন। বিদায় অনুষ্ঠানের পর সেদিনই মহানবী (সা.) তাদের ঘরে যান এবং কিছু পানি আনিয়ে তাতে দোয়া করে সেই পানি হযরত ফাতেমা (রা.) ও হযরত আলী (রা.) উভয়ের উপর ছিটিয়ে দেন আর সাথে এ দোয়া করেন যে "اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا نَسْلَهُمَا" এ দোয়ার কথা আমি পূর্বেও বলেছি।এই দোয়া যা নুতন বিবাহিতদের জন্য পিতা-মাতারও করা উচিত।

বর্তমানে বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে সমস্যাদি সৃষ্টি হয় আর যা দিনদিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এর কারণ হল কেবল জাগতিক কামনা বাসনা

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

যা অনেক বেশি বেড়ে গেছে এবং ধর্ম ও খোদা তা'লার নির্দেশাবলীর প্রতি মনোযোগ কমে গেছে। যদি ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং এভাবে দোয়া করা হয় আর পিতা-মাতাও যদি নিজেদের ভূমিকা এভাবে আদায় করেন তাহলে সম্পর্ক অটুট থাকতে পারে। যাইহোক এই দোয়ার অর্থ হলো "হে আমার আল্লাহ্! তুমি এতদুভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ককে কল্যাণমন্ডিত কর এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সম্পর্ককেও কল্যাণমন্ডিত কর এবং তাদের বংশধরদের কল্যাণমন্ডিত কর।" এরপর তিনি (সা.) নব দম্পতিকে রেখে ফিরে আসেন। পুনরায় একদিন মহানবী (সা.) হযরত ফাতেমা (রা.)-এর ঘরে গেলে হযরত ফাতেমা (রা.) তাঁর নিকট নিবেদন করেন, হারেসা বিন নোমান আনসারীর কয়েকটি ঘর আছে। আপনি তাকে বলুন তিনি যেন তার কোন একটি ঘর আমাদের জন্য খালি করে দেন। আমরা সেখানে উঠবো, আপনার কাছে চলে আসব। মহানবী (সা.) বলেন, তিনি আমাদের জন্য পূর্বেই এতগুলো ঘর ছেড়ে দিয়েছেন যে এখন আমি তাকে বলতে ইতস্তত বোধ করি। হারেসা কোনভাবে এটি জানতে পেরে ছুটে আসেন এবং মহানবী (সা.)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার যা কিছু আছে তা আপনারই । আল্লাহ্‌র কসম! যে জিনিস আপনি আমার কাছ থেকে গ্রহণ করেন তা আমাকে সেই জিনিসের তুলনায় অধিক আনন্দ দেয় যা আমার কাছে থেকে যায়। অতঃপর সেই নিষ্ঠাবান সাহাবী বারবার বলে মানানোর পর তার একটি ঘর ছেড়ে দেন এবং হযরত আলী(রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.)সেখানে চলে আসেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা-সাহেবযাদা হযরত মির্যা বশীর আহমদ, এম.এ, পৃ: ৪৫৫-৪৫৬)

হযরত আলী(রা.) ও হযরত ফাতেমা(রা.) নিজেদের অভাব ও দারিদ্রতা সত্ত্বেও খোদাভীতি ও কৃচ্ছতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন হাদিসে উল্লেখিত আছে, হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত ফাতেমা(রা.) জাতা চালানোর কারণে হাতে ব্যথা পাওয়ার কথা বলেন এবং মহানবী (সা.)-এর নিকট কিছু বন্দী আসলে তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে যান, কিন্তু তাঁকে পান নি। তিনি হযরত আয়েশার(রা.) সাথে সাক্ষাত করেন তাকে আসার কারণ সম্পর্কে অবহিত করেন। মহানবী যখন (সা.) ঘরে ফিরে আসেন তখন হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর (সা.) নিকট হযরত ফাতেমার (রা.) আসার কথা অবগত করেন। হযরত ফাতেমা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আমাদের বাড়িতে আসেন যখনকিনা আমি শুয়ে পড়েছিলাম। আমি উঠতে গেলে তিনি (সা.) বলেন, নিজের জায়গায় থাকো।এরপর তিনি (সা.) আমাদের মাঝে বসে পড়েন এমনকি আমি আমার বক্ষে তাঁর (সা.) পায়ের শীতলতা অনুভব করি। তিনি (সা.) বলেন, আমি কি তোমাদের দুজনকে তোমরা যা চেয়েছ তার চেয়ে উত্তম জিনিসের সংবাদ দেবো ? আর তা হলো, তোমরা যখন নিজেদের বিছানায় শুবে তখন চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার, তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ এবং তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ পড়বে। এগুলো তোমাদের দুজনের জন্য সেবকের চেয়ে অধিক উত্তম।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত ফাতেমা (রা.) সেবক চাওয়ার জন্য মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং কাজের কারণে যে কষ্ট হয় তা উল্লেখ করেন। এতে তিনি (সা.) বলেন, আমার কাছ থেকে সেবক পাবে না। অবশ্য তিনি (সা.) বলেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু বলব না যা তোমার জন্য সেবকের চেয়ে উত্তম হবে? তুমি ঘুমানোর পূর্বে তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার পড়ো। এটি মুসলিম-এর রেওয়ায়েত।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া ওয়াত তওবা, হাদীস-৬৯১৮,৬৯১৫)

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে বুখারীর বরাতে এই ঘটনা তুলে ধরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত ফাতেমা (রা.) এমর্মে তার কষ্টের কথা বলেন যে যাতাকল চালাতে কষ্ট হয়। ইত্যবসরে মহানবী (সা.)-এর কাছে কয়েকজন দাসও আসে। তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে যান কিন্তু তাঁকে ঘরে পান নি। একারণে হযরত আয়েশা (রা.)-কে নিজের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলে ঘরে ফিরে আসেন। মহানবী (সা.) যখন বাড়িতে আসেন তখন হযরত আয়েশা (রা.) তাঁকে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর আগমনের খবর দেন যা শুনে মহানবী (সা.) আমাদের ঘরে আসেন যখন কিনা আমরা নিজেদের বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। আমি তাঁকে আসতে দেখে উঠতে চাইলাম কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, নিজেদের জায়গায় শুয়ে থাকো। অতঃপর তিনি (সা.) আমাদের মাঝে এসে বসেন এমনকি তার পায়ের শীতলতা আমি আমার বক্ষে অনুভব করছিলাম। তিনি (সা.) বসার পর বলেন, আমি তোমরা যা চেয়েছ তার থেকে উত্তম বিষয় সম্পর্কে কি তোমাদের অবহিত করব না? তা হলো, যখন তোমরা শুবে তখন চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার, তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ পড়ো। এগুলো তোমাদের জন্য সেবক অপেক্ষা অধিক উত্তম হবে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, এই ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে মহানবী (সা.) সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে কতটা সতর্ক ছিলেন! যদিও যাতাকল চালাতে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর হাতে কষ্ট হতো এবং তার একজন সেবকের প্রয়োজনও ছিল কিন্তু তিনি (সা.) তাকে সেবক দেন নি বরং তাদেরকে দোয়ার উপদেশ দেন এবং মহান আল্লাহর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়েছেন।

তিনি (সা.) যদি চাইতেন তাহলে হযরত ফাতেমাকে একজন পরিচারক দিতে পারতেন, কেননা মহানবী (সা.)-এর কাছে যে-সব সম্পদ আসত তা সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়ার জন্যই আসত। আর হযরত আলীরও সেসবের মধ্যে অংশ ছিল এবং হযরত ফাতেমাও তার অংশীদার ছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) সাবধানতা অবলম্বন করেছেন এবং এসব ধনসম্পদ থেকে নিজ আত্মীয়স্বজন ও আপনজনদের দিতে চান নি।কেননা আশঙ্কা ছিল যে ভবিষ্যতে লোকেরা এর ভিন্ন অর্থ করবে এবং বাদশাহরা মানুষের সম্পদকে নিজেদের জন্য বৈধ জ্ঞান করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান কালের শাসকরা এমনকি মুসলমান শাসকরাও বৈধই মনে করে। সতর্কতাবশত মহানবী(সা.) হযরত ফাতেমা (রা.)-কে সেসব দাস ও বন্দিদের মধ্য থেকে কাউকেই দেন নি যারা সেই সময় মহানবী (সা.)-এর কাছে ছিল। এখানে এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, এই ধনসম্পদের মাঝে তাঁর (সা.) এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনের অংশও খোদা তা'লা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মহানবী (সা.) তা থেকে ব্যয় করতেন আর অন্যদেরকেও দিতেন। হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর কাছে কোনো জিনিস নিজের অংশ হিসেবে না আসত তা থেকে তিনি সামান্য কিছুও গ্রহণ করতেন না আর আপন থেকে আপন আত্মীয়কেও দিতেন না।

বায়তুল মাল সুরক্ষিত রাখার জন্য পৃথিবীর কোনো বাদশাহ কি এধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে? যদি কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তা কেবল সেই পবিত্র সত্তার মাঝেই পাওয়া সম্ভব আর অন্য কোনো ধর্মে তা উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।

(সীরাতুন নবী, আনোয়ারুল উলুম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৪৪-৫৪৫)

অবশিষ্ট ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে বর্ণিত হবে। এখন আমি পুনরায় পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে দোয়ার আহ্বান করতে চাই।

এখন তো পশ্চিমা বিশ্ব এমনকি আমেরিকারও কতক লেখক পত্রিকায় লিখেছে, প্রতিশোধেরও একটি মাত্রা থাকা চাই আর আমেরিকা এবং পশ্চিমা দেশগুলোকে হামাস এবং ইসরাইলীদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং সন্ধির ও যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা করা উচিত। লেখক এটিও লিখেছেন, বাহ্যত মনে হচ্ছে এরা যুদ্ধ বন্ধ করার পরিবর্তে উসকানোর কাজ করছে। একইভাবে গতকাল আমেরিকার একটি সংবাদ ছিল যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন বড়ো কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছে এ কারণে (যে অন্যায়ে) সকল সীমা লঙ্ঘন করা হয়েছে। ফিলিস্তিনি নিরীহদের ওপর অনেক বেশি অত্যাচার হচ্ছে আর পরাশক্তিগুলোর এ বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত। অতএব এদের মাঝেও ভালো মানুষ রয়েছে। একইভাবে কখনো কখনো মিডিয়াতে সংবাদ আসছে যে, কতক ইহুদী ধর্মযাজকও ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলেন আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছেন।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীও এ বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন, এই দেশগুলোযদি তাদের হঠকারিতামূলক আচরণে অটল থাকে তাহলে এই যুদ্ধ পুরো অঞ্চল ছড়িয়ে পড়বে বরং আমি মনে করি পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। তাই এদের বিবেকবুদ্ধি খাটানো উচিত। একইভাবে মুসলিম দেশগুলোকে যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছিলাম তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়াজ তুলতে হবে। পৃথিবীর ৫৩-৫৪ টি মুসলমান দেশ যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আওয়াজ তুলে তাহলে তা বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হবে আর এর প্রভাবও পড়বে। অন্যথায় বিক্ষিপ্ত আওয়াজ কোনো প্রভাব রাখে না। আর এটিই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার এবং এ যুদ্ধ শেষ করার একটি পদ্ধতি। অতএব মুসলিম দেশগুলোকে পৃথিবীর ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের ভূমিকা পালন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এর তৌফিকও দান করুন।কিন্তু পরিস্থিতি যাহোক, সর্বোপরি আমাদেরকে দোয়ার প্রতি আরো অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

আল্লাহ্ তা'লা এই যুদ্ধেরও অবসান ঘটান আর নিরপরাধ অত্যাচারিত ফিলিস্তিনিদেরকে সুরক্ষা করুন, তাদের ওপর যেন অত্যাচার বন্ধ হয় আর যেখানেই অত্যাচার হচ্ছে আর অত্যাচারকারী যেখানেই থাকুক না কেন পৃথিবী থেকে যেন তা মুছে যায় । আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দোয়া করার তৌফিক দান করুন।

****

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

তৃতীয় অধিবেশ শুরু হয় বিকাল ০৩.১৫টায় । বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ সংক্ষিপ্তভাবে নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ০৪.০০টায় হুযূর (আই.) জলসাগাহে এসে উপস্থিত হন। নারায়ে তকবীর ধ্বনিতে হুযূর (আই.)-কে সবাই স্বাগত জানায়। এরপর পবিত্র কুরআনের সূরা আস সাফের ০৮ থেকে ১২ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন আলহাজ্জ রাশেদ খাত্তাব সাহেব। খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর তফসীরে সগীর থেকে উক্ত আয়াতসমূহের অনুবাদ পাঠ করা হয়। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখিত নযম পাঠ করেন জনাব ওমর শরীফ সাহেব। এরপর হুযূর আনোয়ার (আই.) সবাইকে সালাম দিয়ে নিজ বক্তব্য শুরু করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকের এ দিনের বক্তৃতায় জামা'তে আহমদীয়ার প্রতি খোদা তা'লার কৃপারাজীর পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবছর সারা বিশ্বে পাকিস্তানের বাইরে যে জামা'তগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর সংখ্যা ৩৩৯। এ নতুন জামা'তগুলো ছাড়াও ১১৬টি জায়গায় প্রথমবারের মত আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়েছে। এসমস্ত জামা'ত প্রতিষ্ঠার পেছনে কঙ্গোকিনশাসা সবার তুলনায় এগিয়ে আছে। নতুন মসজিদ নির্মাণ এবং যেসমস্ত মসজিদ জামা'তের হস্তগত হয়েছে তার মোট সংখ্যা ১৮৫। ১২৯টি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে এবং ৫৬টি পূর্ব নির্মিত মসজিদ জামা'তের হস্তগত হয়েছে। এদিক থেকে ঘানা সর্বাগ্রে আছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ১২৪টি মিশন হাউজ ও তবলীগী কেন্দ্র বৃদ্ধি হয়েছে। একশত পাঁচটি দেশের ৪৪৮টি বই-পুস্তক ৪৭টি বিভিন্ন ভাষায় ৫০ লক্ষ ৮৯ হাজার সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। ২৬ ভাষায় পত্র-পত্রিকা ছাপা হচ্ছে। ৪৫টি দেশে ২৪টি ভাষার বিভিন্ন বইপুস্তক প্রেরণ করা হয়েছে। ১০৭টি দেশে ০১ কোটি ১৭ লক্ষ ১৪ হাজার লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ০১ কোটি ৮০লক্ষ ৫৪হাজারের অধিক মানুষের কাছে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছেছে। সারা পৃথিবীতে আল্লাহ্ কৃপায় ওয়াকফে নও-এর সংখ্যা ৮০হাজার ৬শত। তার মাঝে ৪৭হাজার ২শত ২২জন ছেলে এবং ৩৩হাজার ৩শত ৭৮জন মেয়ে রয়েছে। জামা'তে আহমদীয়ার নিজস্ব রেডিও চ্যানেল আছে মোট ২৫টি। এবছর ০২লক্ষ ১৭হাজার ০১শত ৬৭জন পুণ্যাত্মা বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে শামিল হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

বক্তৃতার শেষের দিকে হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সুস্পষ্টভাবে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগমন করেছি আর ইনশাআল্লাহুল আযীয আল্লাহ্‌র এই জামা'ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও সর্বদা এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত থাকার সৌভাগ্য দিন। তৃতীয় দিন সকালে চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। অধিবেশন শুরু হয় ঠিক সকাল ১০.০০টায়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব এহসান সাহেব। তিনি সূরা নূরের ৩৬ নং আয়াত থেকে৩৯ নং আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন। তেলাওয়াত শেষে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) অনূদিত পবিত্র কুরআন থেকে তিনি অনুবাদ পাঠ করেন। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখিত নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ খালেদ চুকতায়ী সাহেব। এরপর শুরু হয় বক্তৃতাপর্ব। মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ বিশ্ব শান্তির নিশ্চয়তা বিধায়ক- এ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন ড. স্যার ইফতেখার আইয়ায সাহেব। এরপর বক্তৃতা করেন শ্রদ্ধেয় আযহার হানিফ সাহেব যিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাষ্ট্রের নায়েব আমীর। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'স্কুলে ছেলে-মেয়েরা যেসমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেগুলোর সমাধান কী?' এরপর জনাব আব্দুল হাই সারমাদ সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখিত উর্দু নযম পাঠ করেন। এরপর বক্তৃতা করেন মাওলানা আতাউল মজীদ রাশেদ সাহেব, মিশনারী ইনচার্য এবং নায়েব আমীর, যুক্তরাজ্য। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল, 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জ্ঞানগত নিদর্শনাবলী।' এরপর উক্ত অধিবেশনের শেষ বক্তা ছিলেন জনাব রফিক আহমদ হায়াত সাহেব, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ইউ.কে.। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া খলীফাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা। উক্ত বক্তৃতা শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তৃতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

এরপর দুপুর ০১.০০টায় আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ০১.৩০ মিনিটে যোহর ও আসর নামায জমা করে পড়ান প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.)।এরপর বিকাল ০৪.০০টায় হুযূর আনোয়ার (আই.) জলসাগাহে এসে উপস্থিত হন এবং নারায়ে তাকবীর ধ্বনিতে সকলে হুযূর (আই.)-কে বরণ করে নেন। হুযূর (আই.) নিজ আসন গ্রহণ করে সবাইকে সালাম দেন। এরপর বলেন, এখন পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করবেন হাফেজ ইসমাঈল আহমদ সাঈদ সাহেব। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও অনুবাদ পাঠের পর আরবী কাসীদা পাঠ করে একটি আরব দল। এরপর হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচিত নযম পাঠ করেন জনাব রানা মাহমুদুল হাসান সাহেব। এরপর তা'লীমী পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর ইউ.কে-এর আমীর সাহেব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেন এবং প্রিয় হুযূর (আই.) পুরস্কার প্রদান করেন। সবশেষে হুযূর (আই.) বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা সবিস্তারে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর অধিকারের কথা বলে। পবিত্র কুরআনে এবং হাদীস গ্রন্থগুলোতে এগুলোর উল্লেখ রয়েছে। এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এগুলোর আরও বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। বিগত প্রায় তিনটি জলসায় এসমস্ত অধিকারের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ অনেক বেশি। সংক্ষেপে বর্ণনা করা সত্ত্বেও সকল অধিকারের কথা বর্ণনা করে আমি কখনও শেষ করতে পারি নি। যাহোক এখন আমি এ সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। ইসলামের শিক্ষা এত অনিন্দ্যসুন্দর যে, যদি এগুলোর ওপর আমল করা হয় তাহলে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। গতবছর আমি নারীর অধিকারের বিষয়ে কিছু কথা বলেছিলাম। বহু লোক আমাকে পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছে, ইসলাম নারীদের অধিকারের বিষয়ে এত চমৎকার কথা বলে- আপনি বলার পূর্বে আমাদের জানা ছিল না। আমরা মনে করতাম, ইসলাম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা তো দূরে থাক বরং নারীর অধিকার খর্বকারী ধর্ম। অতএব ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষা যখন অমুসলিমদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তারা ইসলামের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। ইসলামের শিক্ষা অমুসলিমদের সামনে প্রচার করতে কোনো প্রকার কুণ্ঠাবোধ থাকা উচিত নয়। আমি কিছু হাদীস উপস্থাপন করতে চাই যা থেকে অভাবী এবং দরিদ্রদের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের মাঝে যারা দুর্বল তাদের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য লাভ করে থাকো আর তাদের কারণেই তোমরা রিযিক পেয়ে থাকো। যেহেতু এই দরিদ্র শ্রেণী তোমাদের সাহায্য করে যার ফলে তোমরা ধনীরা লাভবান হয়ে থাকো তাই তোমরা তাদের প্রতি যত্নবান থাকবে। তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য তাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিবে।বক্তৃতার শেষের দিকে হুযূর (আই.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, পুণ্যবান মিসকিন লোকেরা ধনীদের তুলনায় ৫০০বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সৌভাগ্য দিন, আমরা যেন সকল প্রকার অহমিকা থেকে মুক্ত হয়ে দরিদ্র ও মিসকিন আর অভাবীদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে সক্ষম হই এবং পৃথিবীর সকল দেশে যেন এমন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয় যাদের মাঝে সত্যিকার ইসলামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। দোয়ায় অভাবী ও দরিদ্রদের স্মরণ রাখবেন, আহমদীয়াতের খাতিরে যারা বন্দী অবস্থায় আছে, তাদেরকেও স্মরণ রাখবেন, শহীদ পরিবারদেরকে স্মরণ রাখবেন, নিজেদের জন্যও দোয়া করবেন আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে ঈমান ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ করতে থাকেন। এছাড়া যেসব দেশে আহমদীদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালানো হচ্ছে তাদেরকে আল্লাহ্ যেন রক্ষা করেন, এজন্যও দোয়া করবেন। অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার প্রাপ্তিতে আল্লাহ্ যেন সাহায্য করেন এবং বিশ্বের উম্মতে মুসলিমার জন্য দোয়া করবেন আর বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্যও দোয়া করবেন, বিশ্ববাসী যেন এক আল্লাহ্‌কে চিনতে সক্ষম হয়। চলুন সবাই দোয়া করি।সম্মিলিত দোয়া শেষে হুযূর (আই.) জলসায় আগত অতিথিদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ যেন আপনাদেরকে নিরাপদে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যান, আমীন।

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

ওয়াকফে নওদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.) এর ভাষণ

যুক্তরাজ্য, ২০২৩

আল্লাহ্‌র কৃপায় যুক্তরাজ্যের জাতীয় ওয়াকফে নও ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইজতেমার উদ্দেশ্য হল, ওয়াকফে নওদের সমবেত করা, যেন তাদের নৈতিক মান উন্নত হয়। যেন তাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। যেন তারা জীবনের লক্ষ্য ভালভাবে বুঝতে পারে এবং মোটের ওপর তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে প্রেরণা পায়। এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনাদের ধর্মীয় প্রশিক্ষণের জন্য এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যেন আপনারা খোদা তা'লার নৈকট্য পেতে পারেন কেননা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যলাভের চেষ্টা করাই সব ওয়াকফে জিন্দেগীর জীবনের উদ্দেশ্য। বরং প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা। আপনারা সবাই জনেন যে, আপনাদের পিতামাতা আপনাদের জন্মের পূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আর তা হল, আপনাদের জীবন জামা'তের সেবার জন্য উৎসর্গ করা। যাহোক ওয়াকেফে নও ওয়াকফে নও স্কীমে থাকতে বাধ্য না বরং সাবালক হওয়ার পর নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে– তারা কি ওয়াকফের অঙ্গীকার যা তাদের পিতামাত করেছিলেন তা নবায়ন করবেন? সে সিদ্ধান্ত সাবালক হয়ে নিতে হবে। আপনাদের অনেকেই সাবালক হয়ে গেছেন বা খুব দ্রুত সাবালক হতে যাচ্ছেন। অনেকেই এমন আছেন যারা বিবাহিত, সন্তান-সন্ততিও আছে এবং পিতামাতার ওপর নির্ভরশীল নন। আপনাদের অনেকেই এখন আর নাবালক নন।

তাই আপনারা ভালভবেই বুঝেন যে, এই অঙ্গীকারের অর্থ কী বা ওয়াকফে নও হিসেবে আপনার দায়িত্ব কী– সেটি ভালভাবে বুঝেন। আপনারা যদি সার্বিকভাবে কোনো ব্যক্তির সাথে কোনো অঙ্গীকার করেন তাহলে সে অঙ্গীকার রক্ষা করার চেষ্টা আপনাদের করা উচিত নতুবা আপনারা প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত হবেন এবং অন্য ব্যক্তির বিশ্বাসকে আপনারা নষ্ট করবেন। আপনারা যে অঙ্গীকার করেছেন তা কোনো ব্যক্তির সাথে করেন নি বরং সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে করেছেন। আপনাদের সবাই অঙ্গীকার করেছেন, আপনাদের জীবন আল্লাহ্‌র ধর্মের সেবায় অতিবাহিত করবেন এবং সকল কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকবেন, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সকল কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবেন। তাই আজকে আমি কুরবানীর যে প্রেরণা, যে মান থাকা দরকার, আপনাদের অঙ্গীকার রক্ষার জন্য যে মান হওয়া উচিত তা উল্লেখ করব। অর্থাৎ সর্বপ্রথম আপনাদের কাছে যা আশা করা হয় তাহল, আপনারা নিজেদের বিশ্বাসের মান উন্নত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তায় এবং আল্লাহ্‌র ধর্মে বিশ্বাসের মানকে উন্নত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

শুধু খোদা তা'লার ভালবাসা এবং নৈকট্য লাভের মাধ্যমে ওয়াকফে নও সদস্যরা তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারে, বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করতে সক্ষম হবে এবং ওয়াকফের দাবী পূরণ হবে। আপনারা যে অঙ্গীকার করেছেন সে অঙ্গীকারের দাবী হল, নিরঙ্কুশ বিশ্বাস রাখা এবং খোদার সত্তায় পূর্ণ ভরসা রাখা, খোদার সাথে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনের অনবরত চেষ্টা করা। তিনি চান যে, আপনারা যেন সব কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকেন। নিজেদের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিটি মোড়ে খোদা তা'লার খাতিরে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ১০০ শত ভাগ বিশ্বস্ত, নিবেদিত এবং আন্তরিক থাকতে হবে। একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রকৃত বিশ্বাস কী এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য কী– এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রশংসা করেছেন ৫৩:৩৮ আয়াতে ওয়া ইবরাহীমাল্লাযি ওয়াফফা অর্থাৎ ইবরাহীম তার অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন। কুরআনের এই আয়াত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই ইবরাহীম (আ.)-এর অসাধারণ আনুগত্যের এবং খোদার প্রতি তার পূর্ণ আত্ম নিবেদনের বিষয়টি সত্যায়ন করেছেন। কেননা ইবারহীম শুধু অঙ্গীকারই করেন নি বরং অঙ্গীকার আক্ষরিকভাবে রক্ষা করেছেন।

আমি যেভাবে বলেছি, আপনারাও আল্লাহ্ তা'লার সাথে আন্তরিক অঙ্গীকার করেছেন যে, সকল কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকবেন, সকল কষ্ট স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকবেন, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ধর্মের সেবার অঙ্গীকার করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, ওয়াকফে নও স্কীমের প্রত্যেক সদস্য যদি আন্তরিক এই প্রেরণা নিয়ে অঙ্গীকার রক্ষা করেন তাহলে আপনারা এই পৃথিবীতে এক অসাধারণ বিপ্লব সাধন করতে পারবেন। আর সমাজকে নৈতিক অধঃপতনের শিকল থেকে মুক্ত করতে পারবেন যে শিকলে তারা আবদ্ধ। এর জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আল্লাহ্‌র ভালবাসা প্রয়োজন। আল্লাহ্‌র ভালবাসা থাকতে হবে আর এটি অর্জনের জন্য আল্লাহ্‌কে অন্য সবকিছুর ওপর আপনাদের প্রাধান্য দিতে হবে। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, খোদার ভালবাসা ও নৈকট্য লাভের জন্য খোদা তা'লার প্রতি পুরো বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করতে হবে।

ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তার বিশ্বস্ততা ও আত্ম নিবেদনের কারণে ভালবাসা অর্জন করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলছেন, আয়াত ইব্রাহিমাল্লাযী ওয়াফফাএই আয়াতের অর্থ হল, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্‌র প্রতি শতভাগ নিষ্ঠা ও আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আনুগত্য ও নিষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য এক প্রকারের মৃত্যু আসা আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত এক ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার জন্য সুখ-সম্ভোগ এবং জাগতিক আকর্ষণ পরিত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত না হবে, যতক্ষণ বিনয় অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত না হবে, আল্লাহ্ তা'লার জন্য কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সততা এবং নিষ্ঠা পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই পুরো বিশ্বাসী হওয়ার জন্য, আল্লাহ্‌র প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে পুরোপুরি জাগতিক কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করতে হবে। আর জাগতিক চাওয়া-পাওয়া তাকে আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে ছেড়ে দিতে হবে। এক ব্যক্তির পুরো বিনয় অবলম্বন করার জন্য আর সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। সকল প্রকার যুলুম-নির্যাতন আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ওয়াকফে নও স্কীমের সদস্য হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব এটি। অন্য আহমদীর তুলনায় আপনাদের ওপর দায়িত্ব অনেক বেশি বর্তায়। অর্থাৎ আপনাদের খোদার প্রতি বিশ্বস্ত হতে হবে, সকল দৃষ্টিকোণ থেকে খোদার প্রতি পূর্ণ অনুগত হতে হবে। কিন্তু খোদাকে লাভ করার পথ তত সহজ নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন প্রতিটি মোড়ে প্রতিটি কোণে জাগতিক আকর্ষণ অপেক্ষা করছে যা খুব সহজে এক ব্যক্তির বিশ্বাসকে কলুষিত করতে পারে। সত্য কথা হল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রত্যেক এমন জিনিষ যা মানুষকে খোদা থেকে দূরে নিয়ে যায় তাকে মূর্তি আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন প্রতিমা শুধু এটি নয় যে, এক ব্যক্তি কোনো বৃক্ষ বা পাথরের পূজা করবে বরং প্রতিমা এমন জিনিস যা আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভের পথে বাধ সাধে এবং আল্লাহ্‌র ওপর যা প্রাধান্য পায় এমন প্রত্যেক জিনিস প্রতিমাবিশেষ। মানুষের হৃদয়ে অনেক বেশি প্রতিমা বিরাজমান রয়েছে আর সে বুঝেও না যে সে প্রতিমা পূজায় লিপ্ত।

তিনি (আ.) আরও বলেছেন, তাই যতক্ষণ এক ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে খোদার না হবে, যতক্ষণ সে সব প্রকার কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত না হবে, ততক্ষন সে খোদার প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে না। তিনি বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহ্ তা'লা কেন হযরত ইবরাহীমের প্রশংসা করলেন? কেন এত সম্মানে ভূষিত করলেন? ইবরাহীম (আ.) কি খুব সহজেই এই উপাধি পেয়ে গেছেন? না, বরং ইবরাহীমাল্লাযী ওয়াফফাএই উপাধি তখন তাকে দেয়া হয়েছে যখন তিনি খোদার জন্য তার পুত্রকে জবাই করতে প্রস্তুত হবে যান। হযরত ইবরাহীম (আ.) তার সবকিছু খোদার খাতিরে জলাঞ্জলি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার কারণে আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জন করেছেন। এমনকি তিনি তার প্রিয় পুত্রকেও জবাই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তিনি (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা ঈমানের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ দেখতে চান একজনের। আর শুধু কর্মের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করা যায়। আর এমন কাজ করার জন্য মানুষকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা বিশ্বাসীর জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আপনি খোদার প্রতি বিশ্বস্ত ও আনুগতের দাবী করা খুব সহজ আর এই দাবী করাও সহজ যে, আপনি আল্লাহ্‌র খাতিরে সকল কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাস এবং প্রকৃত ঈমান তখন প্রকাশ পায় যখন এক ব্যক্তির পরীক্ষা হয় আর প্রকৃত পরীক্ষার সময় সবকিছু বোঝা যায়। পরীক্ষার সময়, কষ্টের সময়, যারা ধৈর্য প্রদর্শন করে এবং আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস প্রর্দশন করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাদেরকে শুভ সংবাদ দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এক ব্যক্তি যদি খোদার জন্য দুঃখ এবং বেদনা সহ্য করতে প্রস্তুত হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে দুঃখ-কষ্ট ও বেদনা থেকে রক্ষা করেন। ইবরাহীম (আ.) যখন খোদার নির্দেশে ছেলেকে জবাই করতে প্রস্তুত হয়ে যান তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে রক্ষা করেন। তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল কিন্তু আগুন তার কোনো ক্ষতি করতে পারে নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন তার সন্তানকে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান তখন আল্লাহ্

তা'লা তাকে বারণ করেন। আল্লাহ্ তা'লা তার বিশ্বস্ততার সত্যায়ন করেন তাই প্রত্যেক ওয়াকফকে জিন্দেগী ও ওয়াকফে নও যে কঠোরতা ও যে কষ্টের প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হোক না কেন আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে তা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে। যদি সব ওয়াকফে নও ও সব ওয়াকফে জিন্দেগী এই লক্ষ অর্জন করতে পারে কেবল তবেই বলা যাবে তারা সফলভাবে জীবন উৎসর্গের অঙ্গীকার রক্ষা করেছে। তারা সেই আল্লাহ্র কল্যাণের স্থায়ী ভাগি হতে পারবে, আল্লাহ্ তা'লা যা তাদের দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা আল্লাহ্র খাতিরে জীবন উৎসর্গ করে। তাই হযরত ইবরাহীম (আ.) যেভাবে নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে আপনাদের সেভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। একইভাবে মহানবী (সা.) এর সাহাবীদের দেখুন যারা অবিশ্বাস বিশ্বাস ও আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত রেখেছেন তারা ব্যক্তিগত সব কামনা-বাসনাকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন, ধর্মের খাতিরে তারা জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীরাও আদর্শ স্থানীয় কুরবানীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাদের মাঝে এমনও আছেন যারা সকল কামনা-বাসনা জলাঞ্জলি দিয়েছেন, জাগতিক সকল সুযোগ-সুবিধাকে পরিত্যাগ করেছেন এদের মাঝে অনেকে শিক্ষিত ছিল যারা বি. এ. অথবা এম. এ. পাশ ছিল। এমন মানুষের অনেক দাম ছিল এমন সমাজে কিন্তু তারা খ্যাতির অনুসন্ধান না করে সব কিছু উৎসর্গ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করেন, ইসলামের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। তারা তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন, একবারও চিন্তা করেন নি তারা পিছনে কী ফেলে এসেছেন্ এই মন-মানসিকতা নিয়েই ওয়াকফে নও, ওয়াকেফে জিন্দেগীদের জীবন অতিবাহিত করা উচিত। যদি এটি না হয় তাহলে তাদের জীবন উৎসর্গ হবে অন্তঃসারশূন্য। আপনাদের সবার আপনাদের অঙ্গীকারের মূল্য বুঝতে হবে। এই জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে খোদা তা'লার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। আমি পূর্বেও একথা বলেছি। আপনাদের ইবাদতের মানকে উন্নত করতে হবে। প্রত্যেক ওয়াকফে নও ও ওয়াকফে জিন্দেগীর দৈনিক পাঁচ বেলার নামায নিময়ামানুবর্তিতার সাথে পড়া উচিত আর প্রত্যেক নামাযের অর্থ নিয়ে চিন্তা করা উচিত।

একবার মহানবী (সা.) এর যুগে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেন। তিনি (সা.) তাঁর কয়েকজন সাহাবী নিয়ে সেখানে বসা ছিলেন। সেই ব্যক্তি সেখানে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে নামায আদায় করে। তার নামায শেষ করে তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন। তিনি (সা.) তাকে বলেন, তুমি আবার নামায পড়ে আসো। সেই ব্যক্তি আবার নামায পড়ে আসলে। তিনি (সা.) আবার বলেন, তুমি আবার নামায পড়ে আসো। তিনি আবার যান নামায পড়েন তৃতীয়বার নামায পড়ার পর রসূল (সা.) আবার বলেন নামায পড়তে তখন সেই ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি তো নামায পড়লাম, যেভাবে আমি জানি। এর চেয়ে ভাল নামায আমি পড়তে পারি না, তাই আপনি আমাকে নামায শিখান যে, কীভাবে নামায পড়তে হয়? প্রত্যুত্তরে তিনি (সা.) নামায কীভাবে পড়তে হয় তা শিখিয়েছেন, তিনি (সা.) বলেন, নামায পড়াকালে এক ব্যক্তির উচিত আল্লাহ্র প্রশংসা করা, সূরা ফাতেহা পাঠ করা, দরূদ শরীফ পড়া, অন্যান্য দোয়া পড়া এবং এর অর্থ নিয়ে প্রণিধান করা তিনি (সা.) আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, মুসলমানের বিনয়ের সাথে সেজদা করা উচিত। তাই তোমরা প্রত্যেক নামায যত্নসহকারে পড়বে যেভাবে রসূল (সা.) বলেছেন।

তোমরা তাড়াতাড়ি রুকু সিজদা করবে না। এর পাশাপাশি ওয়াকফে নওদের নফল ও পড়া উচিত যেন আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হয়। যদি খোদার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলেই পূর্ণ বিশ্বস্ততার মান অর্জন করতে পারবে। আল্লাহ্র সাথে সে-ই বিশ্বস্ততার মান অর্জন করতে পারে যে তার অঙ্গীকার রক্ষা করে যা সে আল্লাহ্ তা'লার সাথে করেছে এবং আল্লাহ্র সাথে জীবন উৎসর্গের অঙ্গীকার তখনই অর্জন হবে যখন ইবাদতের মান উন্নত হবে।

একইভাবে ওয়াকফে নও হিসেবে আপনাদের প্রতিদিন কুরআন পাঠ করা উচিত এবং অনুবাদও পড়া উচিত। এর পাশাপাশি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তফসীর পড়া উচিত এবং খলীফাদের তফসীরও পড়া উচিত যেন আপনারা এর শিক্ষা বুঝতে পারেন। যদি আপনারা কুরআন বুঝতে না পারেন, এর শিক্ষা বুঝতে না পারেন তাহলে কীভাবে কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করবেন? আর কুরআনের বাণী কীভাবে অন্যাদের কাছে পৌঁছাবেন? অন্যদেরকে কীভাবে সে-বিষয়ে শিখাতে পারেন যে-বিষয়ে আপনি নিজেই অজ্ঞ! এছাড়া আপনাদেরকে পূর্ণ নৈতিক মান অর্জন করা উচিত। আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে সর্বোত্তম নৈতিক মানে উপনীত হওয়া উচিত। সর্বোত্তম নৈতিক আচরণ করা উচিত পরিবারের সাথে, বন্ধুদের সাথে, সহপাঠিদের সাথে দৈনন্দিন জীবনে যাদের সাথে উঠা বসা হয়। সব সময় সত্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন আর কখনও কোনোভাবে মিথ্যা বলবেন না, অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে কথা বলুন, দয়াদ্রতার সাথে আচরণ করুন। আপনাদের অনেকের বিয়ে হয়ে গেছে আর অন্যরা পরবর্তীতে বিয়ে করবেন। ওয়াকফে নওদের উচিত হবে বিয়ের সময় তাকওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া। স্ত্রী সন্ধান করতে গিয়ে তাকওয়াকে প্রাধান্য দিতে হবে যেন আপনাদের পরিবেশ ধর্মীয় পরিবেশ হয় এবং ইসলামী শিক্ষা সম্মত হয়।

সত্যিকার অর্থে তাকওয়াকে তখনই আপনারা প্রধান্য দিতে পারবেন, বিয়ের ক্ষেত্রে যদি ধর্মীয় মনমানসিকতা রাখেন এবং বিশ্বাসকে যদি সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেন- কেবল তবেই সম্ভব। বিয়ে হওয়ার পর স্ত্রীর প্রতি আপনার পূর্ণ ভালবাসা প্রদর্শন হওয়া উচিত। তাদের চাহিদা পূরণের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত এবং সর্বোত্তম আদর্শ নিজ সন্তানদের প্রতি রাখা উচিত। সর্বোত্তম নৈতিক আদর্শ বাচ্চাদের সামনে প্রদর্শন করুন। তাদের প্রতি তাকওয়ার সাথে দায়িত্ব পালন করুন। তাহলে আপনাদের জামা'তের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হিফাজত করতে পারবেন। আরেকটি মূল্যবান বৈশিষ্ট অর্জন করা উচিত তা হল লজ্জাবোধ। কখনও ভুল ধারণা মাথায় লালন করবেন না যে, পর্দার শিক্ষা কেবল মহিলাদের জন্যই দেওয়া হয়েছে। এমনটি মনে করবেন না। পর্দা পুরুষের জন্যও আবশ্যক। এ সমাজে অশালীনতা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। তো আপনারা যখন বাইরে যান তখন দৃষ্টি অবনত রাখবেন, চোখ ঝুকিয়ে রাখবেন, সর্বদা বাইরে লাগামহীনভাবে না তাকিয়ে অসুন্দর জিনিস লাগামহীনভাবে না দেখে যে জিনিসগুলো আপনার জন্য হানিকর সে জিনিসগুলোর দিকে তাকাবেন না এবং সব অনৈতিক ও অসুন্দর জিনিস যা সোশ্যাল মিডিয়া বা টেলিভিশনে থাকে তা এড়িয়ে চলুন।নৈতিকতার জন্য এমন বিষয়াদী দেখা সত্যিই ক্ষতিকর। অনেক এমন জরিপ থেকে প্রমাণিত হয়- এটি মানুষের মনকে অনেক সহজেই দুষিত করে আর আচরণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পর্নগ্রাফি বা এমন বিষয়াদী দেখা সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও খুবই ক্ষতিকর। জরিপে দেখা গেছে এমন ছবি দেখা মানুষের আচার আচরণকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। এমন মানুষ মহিলা ও নারীদের প্রতি সহিংস আচরণ করে। প্রশ্নাতীতভাবে সব আহমদীর শালীনতা প্রদর্শন করা উচিত কিন্তু যারা জীবন উৎসর্গ করেছে তাদের কাছে এটি আরও বেশি প্রত্যাশা করা হয় যে তারা শালীন হবে। একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ওয়াকফে নও-এর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া হিসেবেও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা উচিত। ইজতেমায় এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে আপনাদের যোগদান করা উচিত- যে দায়িত্বই আপনাদের দেয়া হোক না কেন অর্থাৎ ওয়াকফে নও ইজতেমা একদিনের অনুষ্ঠান এবং খোদ্দাম ও আতফালের যে ইজতেমা তিন দিনের হয়ে থাকে। তাই যতটা সম্ভব এমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা উচিত। সব কার্যক্রমে পুরোপুরি অংশ নেওয়া উচিত। এমন অনুষ্ঠানে যখন আপনি অংশগ্রহণ করেন তখন আপনার ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির দৃঢ়সংকল্প থাকা উচিত। আর আপনাদের ধর্মীয় শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ চেষ্টা করা উচিত।

এমন উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত আপনাদের যে, খোদ্দাম এবং আতফাল ওয়াকফে নও সন্তান-সন্ততি ও অন্যদের মাঝে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। এভাবে আপনারা তাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হতে পারেন। যদি এমন মান অর্জন করতে সক্ষম হন তাহলে আপনারা কিছু কল্যাণের ভাগি হবেন এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনেক পুরস্কারের ভাগি হবেন। একইভাবে তবলীগের ক্ষেত্রে ওয়াকফে নওকে আহমদীয়াতের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে থাকা উচিত। এই যুগে ইসলামের শত্রুরা ইসলামের শিক্ষা নিয়ে প্রতিদিন কথা বলে। অজ্ঞ এবং সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত তফসির করা হয় ইসলামী শিক্ষার। আর এভাবে ধর্মকে সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করে। তাই কুরআনের অতুলনীয় শিক্ষা সম্পর্কে জগতকে অবহিত করা আর মানবজাতিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করা- এটি প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব, বিশেষত ওয়াকফে নওদের দায়িত্ব। তবলীগের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্য আপনাদের ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। একী সাথে পুরো নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দোয়া করুন যেন খোদা তা'লা আপনাদের প্রচেষ্টাকে আশিসমণ্ডিত করেন এবং অন্যান্য আহমদী যারা তবলীগের কাজে রত, ইসলামের প্রচারে রত, তাদের আশিষমণ্ডিত করুন। মানুষের মন জয় করার জন্য আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনে যেন কেউ আঙ্গুলি নির্দেশ করতে না পারে। তাদেরকে সহানুভূতি ও ভালবাসা প্রদর্শন

(এর পর শেষের পাতায়....)

যদি আপনার মাঝে খোদা তা'লার তাকওয়া থাকে তবে আপনি সোজা পথ থেকে ছিটকে যাবেন না, মন্দ কাজ করবেন না, আপনি সবসময় খোদা তা'লার আদেশ মেনে চলবেন বিনয় অবলম্বন এবং ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল। আর মানুষের মনে কারো প্রতি ঘৃণা থাকা উচিত নয়। এর জন্য আমরা আল্লাহ্ তা'লার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি। আপনারা যদি প্রকৃত মুসলমান হন, তবে আপনাদের বন্ধু-বান্ধবদের বলা উচিত যে আমরা প্রকৃত মুসলমান,কেননা আমরা এক-অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান খোদার উপর ঈমান রাখেন এবং আঁ হযরত (সা.) কে খাতামান্নাবীঈন হিসেবে বিশ্বাস করি। আমরা তাঁকে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করি। আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগে এক মহাপুরুষের আবির্ভারের কথা ছিল আমাদের বিশ্বাস, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হিসেবে তিনি এসে গেছেন। (যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী) তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর উম্মতি নবী, যিনি তাঁরই অনুবর্তিতায় ও আনুগত্যে এসেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০২১ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া সিঙ্গাপুর এর সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতানুষ্ঠানের প্রশ্নোত্তর পর্ব উপস্থাপন করা হল।

প্রশ্ন: একজন খাদিম প্রশ্ন করেন যে, সিঙ্গাপুরের খুদ্দামদেরকে আপনি ঈমান ও আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে কি উপদেশ দান করবেন?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: একবার এব ব্যক্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সমীপে একটি বাক্যে তাকে কোন নসীহত করার আবেদন করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, এরপর সব কাজ কর। যদি আপনার মাঝে খোদা তা'লার তাকওয়া থাকে তবে আপনি সোজা পথ থেকে ছিটকে যাবেন না, মন্দ কাজ করবেন না, আপনি সবসময় খোদা তা'লার আদেশ মেনে চলবেন, হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ মেনে চলবেন। তাই আপনার মনে যদি আল্লাহ্ তা'লার ভীতি থাকে তবে সমস্ত ধরণের পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতে পারবেন। সব সময় স্মরণ রাখবেন, আমরা যেখানেই থাকি না কেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সব সময় দেখছেন।

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার কানাডার খুদ্দামদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, যারা ভ্যাকসিন নেয় না, তারা অত্যন্ত নির্বোধ। এমন মানুষদের পদে বসে থাকা উচিত নয়। আমি সেই সব লোকদের মধ্যে যারা ভ্যাকসিন নিতে চাইত না। কিন্তু হুযুর আনোয়ার এই বার্তা শোনামাত্রই আমি অবিলম্বে ভ্যাকসিন নিই। আমার প্রশ্ন হল, আমরা বড়ই নির্বোধ, একথা বলার তাৎপর্য কি? কোন বিষয়টি সম্পর্কে অনবহিত রয়েছি? হুযুর কি এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করবেন?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) এর একটি হাদীস রয়েছে যেখানে তিনি বলেন, মানুষ যা কিছু নিজের জন্য পছন্দ করে তা অপরের জন্যও পছন্দ করা উচিত। তাই যেহেতু আমি ভ্যাকসিন নিয়েছি, এই কারণে আমি সবাইকে বলেছি আপনাদের জন্য ভ্যাকসিন নেওয়াই উত্তম। এই কারণে আমি একথা বলেছিলাম। আমার মতে আপনারা যদি ভ্যাকসিন না নেন তবে আপনারা নিজেকে এই মহামারির বিপদে ফেলছেন এবং অন্যদের মাঝেও এই ব্যাধি ছড়িয়ে দেওয়ার কারণ হচ্ছেন। তাই অন্যদের কথা মাথায় রেখে কোভিড ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। আর যতদূর আমার জানা আছে, আমি বেশ কয়েকজন গবেষক ও চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছি, যাদের মধ্যে অধিকাংশই এই মত পোষন করেন এবং এর স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করেন যে, ভ্যাকসিন নেওয়ার ফল অত্যন্ত ইতিবাচক। আমরা অবশ্য একথা বলতে পারি না যে এতে একশ শতাংশ মানুষ আরোগ্য লাভ করবে এবং এই রোগ থেকে রক্ষা পাবে, বিষয়টি এমনটি নয়। কিন্তু ভ্যাকসিন গ্রহণকারীদের একটি বিরাট অংশ এমন রয়েছে যাদের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পারও ইতিবাচক পরিণাম প্রকাশ পেয়েছে। তাদের জন্য এই রোগ মারণ-ব্যাধি হয়ে ওঠে নি। তাই আমার মতে আহমদী সদস্যদের ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। কিন্তু আমিও কারো উপর জোর করতে পারি না। আমি তো একথা বলি নি যে, যে সমস্ত পদাধিকারীরা ভ্যাকসিন নেয় নি তাদের সকলকে পদ থেকে অপসারিত করা উচিত।'এমন লোকদের পদে বসে থাকা উচিত নয়'- এটা আমার পাসিং রিমার্ক ছিল। একথার অর্থ এই যে এমন লোকদের নিজেদের অনেক সতর্ক থাকা উচিত। আর একথা বোঝা উচিত যে আমি ভ্যাকসিনকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। অন্যথায় আমি একথা বলি নি যে, আপনারা বিজ্ঞ নন। আপনারা অত্যন্ত বিজ্ঞ হতে পারেন, আপনারা ধার্মিক ব্যক্তি হতে পারেন, আপনারা ধর্মের জ্ঞান রাখেন। এই দিক থেকে আপনারা নির্বোধ নন। কিন্তু এই ভ্যাকসিন নেওয়ার ক্ষেত্রে বা রোগের প্রতিকারের ক্ষেত্রে নির্বোধ। আমি একথা বলি নি যে, আপনাদের সব দিক থেকে নির্বোধ, আমার কথার এমন অর্থ মোটেই ছিল না।

প্রশ্ন: একজন মুসলমান নিজের অন্তরকে কিভাবে ঘৃণা ও বিদ্বেষ মুক্ত করতে পারে?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা এমন রসুলের অনুসারী যিনি শেষ নবী এবং যাঁর অন্তর যাবতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত ছিল। এরপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই যুগে আঁ হযরত (সা.)-এর ছায়া নবী হিসেবে আবির্ভুত হয়েছেন। তিনি (আ.) বলেছেন, এই যুগে আমার আগমণ ঘটেছে মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। আমার আগমণের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল তাদেরকে হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ, মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারের বিষয়ে মনোযোগী করে তোলা। আমরা এই অধিকার প্রদান করতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের অন্তর পবিত্র না হয় আর আমাদের অন্তরে কোন প্রকার বৈরিতা ও বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়। তবেই আমরা একে অপরের অধিকার প্রদানে সক্ষম হব। আমরা এই লক্ষ্য নিজে থেকে অর্জন করতে পারি না, এর জন্য আমাদের আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের প্রয়োজন। আপনাদেরকে নিজেদের পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই দোয়া করা উচিত যাতে আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের অন্তরসমূহকে পবিত্র করে দেন এবং যে কোন ব্যক্তির প্রতি আপনার ঘৃণাকে মুছে দেন। এই কারণেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, বিনয় অবলম্বন এবং ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল। আর মানুষের মনে কারো প্রতি ঘৃণা থাকা উচিত নয়। এর জন্য আমরা আল্লাহ্ তা'লার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করি। সব সময় ইসতেগফার করতে থাকুন। 'লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' দোয়াটি পড়তে থাকুন। এছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন আপনাদের অন্তরকে সকল প্রকারের কলুষতা এবং অপরের প্রতি বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখেন।

প্রশ্ন: মুসলিম অথোরিটি অফ সিঙ্গাপুরের ওয়েব সাইটে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে দেওয়া ফতোয়া এখনও বিদ্যমান। আপনার মতে এর বিরুদ্ধে সর্বোত্তম প্রতিক্রিয়া কি হওয়া বাঞ্ছনীয়?

উত্তর: হুযুর আনোয়ার বলেন: তাদের দাবি আপনারা মুসলমান নন। কিন্তু আপনারা যদি প্রকৃত মুসলমান হন, তবে আপনাদের বন্ধু-বান্ধবদের বলা উচিত যে আমরা প্রকৃত মুসলমান,কেননা আমরা এক-অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান খোদার উপর ঈমান রাখেন এবং আঁ হযরত (সা.) কে খাতামান্নাবীঈন হিসেবে বিশ্বাস করি। আমরা তাঁকে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কিছুটা ভিন্ন। আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ যুগে এক মহাপুরুষের আবির্ভারের কথা ছিল আমাদের বিশ্বাস, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী হিসেবে তিনি এসে গেছেন। (যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী) তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর উম্মতি নবী, যিনি তাঁরই অনুবর্তিতায় ও আনুগত্যে এসেছেন। আঁ হযরত (সা.) তাঁর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। আর কুরআন করীমেও বর্ণিত হয়েছে যে, শেষ যুগে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তাই আমরা বিশ্বাস করি, সেই সত্তা এসে গেছেন আর তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আঁ হযরত (সা.) হাদীসে চারবার তাঁকে নবী হিসেবে অভিহিত করেছেন। এইরূপে খাতমে নবুয়্যতও অটুট থাকে, কেননা তিনি (আ.) আঁহযরত (সা.)-এর প্রকৃত অনুসরণকারী। তাই আপনাদের নিকট-বন্ধু-বান্ধবদেরকে বলুন যে এই ফতোয়া সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন এবং তারা আমাদের আকিদা বোঝে না, তারা আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে না আর আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে ভুল বলে মনে করে। এমনকি আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীসকেও তারা ভুল বুঝেছে। আপনি যদি মসীহর আগমণের প্রতীক্ষায় থাকেন তবে আঁ হযরত (সা.)এর বাণী অনুসারে তিনি নবীর মর্যাদা পাবেন। কেননা, তারা যদি বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আ.) - এর পুনরাগমণ ঘটবে তবে তো তাঁকে ইতিপূর্বেই নবুয়তের মর্যাদা দান করা হয়েছে। একবার তিনি নবীর মর্যাদা লাভের পর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কাছ থেকে সেই উপাধি ছিনিয়ে নিবেন না, তিনি নবীই থাকবেন। আর তিনি যখন নবী আর স্বয়ং আসবেন, সেক্ষেত্রে তো আঁ হযরত (সা.)-এর 'খাতমে নবুয়্যত' ভঙ্গ হবে। কিন্তু আমরা এখানে যে ব্যাখ্যা করি সেটা সঠিক। কেননা আমাদের দাবি, যার আগমণের কথা ছিল তিনি রূপক অর্থে আসবেন, হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং আসবেন না। অর্থাৎ এক ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন যিনি আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতাকারী হবেন এবং তাঁকে আঁ হযরত (সা.)-এর উম্মতি হিসেবে নবুয়্যতের মর্যাদা দান করা

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 23 Nov, 2023 Issue No.47

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(১০ পাতার পর.....)

করুন– যাদের ভালবাসা প্রয়োজন। যদি আপনারা দয়ালু হন, বিবেচক হন, তাহলে দেখবেন মানুষ স্বাভাবিকভাবে আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে আর তারা ইসলামের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হবে। আপনার পবিত্র প্রকৃতি দেখে তাদের হৃদয় থেকে ইসলামের প্রতি যে ভ্রান্ত ধারণা আছে দূরীভূত হবে। আপনাদের কাছে এই প্রত্যাশাও রাখা হয় যে, ওয়াকফে নও যুগ-খলীফার সাথে এক পবিত্র সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং খেলাফতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে। আপনারা যদি খেলাফতের প্রতি আন্তরিক হন তাহলে এর ফলে শুধু আপনারই উপকার হবে না বা ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্‌র পুরস্কার শুধু আপনিই লাভ করবেন না বরং এটিও নিশ্চিত যে, এর ফলে জামা'তের মাঝে ঐক্য-দৃঢ়তা সৃষ্টি হবে। আপনাদের নিজেদের মাঝে বিনয় সৃষ্টি করা উচিত। সকল প্রকার অহংকার ও আহমিকা পরিত্যাগ করা উচিত। কখনও নিজেকে ভাল, বড় বা উত্তম মনে করবেন না বরং অহংকার অহমিকার প্রতি আপনার হৃদয়ে ঘৃণা থাকা উচিত। আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন যারা বিনয়ী এবং তাদের ঘৃণা করেন যারা অহংকারী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পরম মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তিনি পরম বিনয়ী ছিলেন। যে কারণে খোদার পক্ষ থেকে তিনি ওহী এলহাম লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমার বিনয় অবলম্বনের পন্থা খোদা পছন্দ করেছেন। যুগ-ইমামের হাতে বয়আতের পর আমাদের উচিত তার মত হওয়া। আমাদের প্রতিদিন নিজেদের মাঝে সেসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা– যা আসলে তাকওয়া। তাহলে আমরা সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হব যারা তাদের ওয়াকফের অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন। আমার বক্তৃতা শেষ করার পূর্বে আমি এটি স্মরণ করাতে চাই! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার মান্যকারীদের বলেছেন, জগৎ সম্পর্কে জানা উচিত, জাগতিক জ্ঞান অর্জন করা উচিত, ধর্মীয় পড়ালেখা ছাড়াও ওয়াকফে নও-এর উচিত জাগতিক পড়ালেখায় মনোযোগী হওয়া। সব সময় জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করুন। কখনও সময় নষ্ট করবেন না। ফালতু কাজে সময় নষ্ট করবেন না। কীভাবে মানবজাতির কল্যাণে সময় অতিবাহিত করবেন– তা চিন্তা করুন। ওয়াকফিনে নও যারা জামেয়ায় ভর্তি হয় তাদেরও ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি জাগতিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। মোবাল্লেগদের পৃথিবীতে কী হচ্ছে তা-ও জানা উচিত। যেন অন্যান্য লোকদের সাথে তারা কথা বলতে পারেন। এছাড়া সেসব ওয়াকফে নও যারা বাইরে পড়ালেখা করছেন। বিশেষকরে যারা গবেষণা করছেন তাদের নিজস্ব ময়দানে পরম মার্গে উপনিত হওয়া উচিত। জাগতিক ও ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে যদি আপনারা পরম মার্গে পৌঁছেন তাহলে আপনারা মেধাগত অস্ত্র হস্তগত করতে পারবেন যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবেন ও ইসলামকে আপনারা ডিফেন্ড করতে পারবেন। এছাড়া আপনারা মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করতে পারবেন। এক আল্লাহ্‌র পতাকাতলে মানুষকে সমবেত করতে পারবেন।

মানবজাতির সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর চরণে আপনারা মানুষকে একত্রিত করতে সক্ষম হবেন। শেষের দিকে আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে যে অঙ্গীকার আপনারা করেছেন বা ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করে যে অঙ্গীকার করেছেন সেগুলো রক্ষা করা ও পালন করার তৌফিক দিন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের তৌফিক দিন যেন আপনারা আপনাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানকে উন্নত করতে সক্ষম হন আর আপনারা জামা'তের সেবা করতে সক্ষম হন। আপনারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক বাহিনীর সৈন্য গণ্য হন– যাদের উদ্দেশ্য ভৌগলিক বিশ্বজয় করা নয় বরং মানুষের হৃদয় জয় করা। পৃথিবীর সব জাতিকে সব গোষ্ঠি এবং সকল বিশ্বাসের লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'লার চরণে সমবেত করা হবে আমাদের উদ্দেশ্য। ওয়াকফে নও হিসেবে আপনারা ইসলামের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা পালন করবেন এবং পৃথিবীর সকল কোণে কোণে আহমদীয়াত ও ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন– এটিই আমার প্রত্যাশা। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এ তৌফিক দান করুন, এখন আমার সাথে সবাই দোয়ায় যোগ দিন।

******

(১১ পাতার পর.....)

হবে। এইভাবে আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সন্দেহ দূর করতে পারেন। এটা তবলীগ,যতটা সামর্থ্য আছে আপনি তবলীগ করতে পারেন। এর দ্বারা আপনি এই বাণীর প্রসার করবেন এবং মানুষের সংশয় দূর করবেন। এটা আপনার উপর নির্ভর করছে যে আপনি কতটা কার্যকর ভঙ্গিতে তবলীগ করতে পারেন এবং কতটা সাহসিকতার সাথে নিজের চিন্তাধারা অপরের সামনে মেলে ধরতে পারেন। ফতোয়ার প্রসঙ্গে বলব, এটা সব সময় দেওয়া হয়ে থাকে। অ-আহমদী সব সময় আমাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে থাকে। আসল কথা হল আমরা প্রকৃম মুসলমানের কর্মপন্থা অবলম্বন করে চলি এবং নিজেদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করি।আমাদের প্রত্যেকটি কাজ ইসলামী শিক্ষাসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর লোকেরা যখন দেখবে যে আমরা একজন মুসলমান হিসেবে কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করছি, তখন তারা নিজে থেকেই উপলব্ধি করবে যে তাদের এই ফতোয়াগুলি ভুল।

আল্লাহ্‌হাফিজ ও নাসির। আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহ।

(সৌজন্যে: আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৭ই জানুয়ারী, ২০২২)

(১ম পাতার পর.....)

করেছেন যে, কেউ তাঁর মাকাম ও মর্যাদা সনাক্ত করতে পারে নি। এমনকি ইঞ্জিলে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, ঈসা (আ.) ফিলিস্তীনী জীবনের শেষ বছরে যখন ক্রুশের ঘটনাটি সন্নিকটে ছিল,তখন তিনি তাঁর সব থেকে ঘনিষ্ঠ শিষ্য পিটার্সকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞান কি? আর যখন তিনি বলেন, আমি তো আপনাকে মসীহ মনে করি। একথা শুনে হযরত ঈসা (আ.) ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। (মথি অধ্যায়-১৬, আয়াত: ১৮,১৯) যা থেকে জানা যায় যে, অন্যরা তো দূরের কথা, তাঁর শিষ্যরা পর্যন্ত তাঁকে মসীহ হিসেবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। তারা তাঁকে কেবল একজন সাধারণ নবী মনে করত। তাই পিটার্স এর ঈমান দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছেন।

এই আয়াতে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এবং হযরত মুসা (আ.)-এর প্রকৃতি নিয়েও তুলনা হয়েছে। হযরত মূসা (আ.) প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করতেন, পক্ষান্তরে রসুলুল্লাহ্ (সা.) নীরব থাকতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিকট প্রত্যেকটা বিষয় স্পষ্ট করে দিতেন। আর দুটি জাতির মাঝেও এই একই পার্থক্য রয়েছে।

তওরাতের উপর দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, বনী ইসরাঈল একের পর এক প্রশ্ন করতে থেকেছে। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) এর উম্মত এমন ছিল যে, সাহাবারা বলেন, আমরা অপেক্ষা করতাম কোন আরববাসী এসে আঁ হযরত (সা.)কে প্রশ্ন করুক যাতে আমরা জ্ঞাত হতে পারি। মোটকথা এমন সম্মানবোধ ও আত্মসংযম ছিল যে, তারা নিজে প্রশ্ন করতেন না। এই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

اَمۡ تُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ تَسۡـَٔلُوۡا رَسُوۡلَكُمۡ كَمَا سُئِلَ مُوۡسٰى مِنۡ قَبۡلُ (বাকারা রুকু 13)

(আল বাকারা, রুকু:১৩) তোমাদের মাঝেও কি কিছু মানুষ মূসার জাতির ন্যায় প্রশ্ন করার বাসনা রাখে। এমনটি করবে না। তারা বার বার হযরত মূসা (আ.) কে আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য প্রশ্ন করতে বাধ্য করত। সুতরাং এই আদেশ শিরোধার্য করে সাহাবাগণ শিষ্টাচারপূর্ণ পন্থা কঠোরভাবে অবলম্বন করেছেন। স্বয়ং আঁ হযরত (সা.) এমন ছিলেন যে, যা কিছু খোদা তা'লা বলতেন তা শুনে নিতেন অন্যথায় তিনি ধৈর্য ধারণ করতেন এবং এই আদেশ মেনে চলতেন-

وَلَا تَعۡجَلۡ بِالۡقُرۡاٰنِ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ يُّقۡضٰۤى اِلَيۡكَ وَحۡيُهٗ ۫ وَقُلۡ رَّبِّ زِدۡنِىۡ عِلۡمًا

অর্থাৎ- তোমরা কুরআন পাঠে ত্বরা করিও না তোমার প্রতি ইহার ওহী পূর্ণভাবে নাযেল হওয়ার পূর্বে, এবং তুমি বলিতে থাক, 'হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।'

(সূরা তহা, রুকু: ৬)

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৭৬)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir